ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-340 ■ 20 September, 2025 ■ আগরতলা ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ইং ■ ৩ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মহলের শোক

প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গর্গ

নয়াদিল্লি / গুয়াহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করার সময় এক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স (পূর্বে টুইটার) -এ এক শোকবার্তায় লেখেন, জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের হঠাৎ প্রয়াণে মর্মাহত। সংগীত জগতে তাঁর সমৃদ্ধ অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁর গানে জীবনের নানা অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, যা সকল শ্রেণির মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গেছে। তাঁর পরিবার ও গুণমুগ্ধদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।

এর আগে, অসমের মন্ত্রী অশোক সিংহল সামাজিক মাধ্যমে জুবিন গর্গের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেন। তিনি লেখেন, আমাদের প্রিয় জুবিন দার অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত। অসম হারাল শুধু একটি কণ্ঠ নয়, বরং একটি হৃদস্পন্দন। তিনি শুধুমাত্র একজন গায়ক ছিলেন না, ছিলেন অসম এবং সমগ্র দেশের গর্ব। তাঁর গানে ফুটে উঠত আমাদের সংস্কৃতি, আবেগ এবং আত্মা।

জুবিন গর্গের জন্ম ১৯৭২ সালে মেঘালয়ে। তাঁর আসল নাম ছিল জুবিন বোরঠাকুর। ১৯৯০-এর দশকে তিনি নিজের গোত্র 'গর্গ' ব্যবহার করে মঞ্চনাম গ্রহণ করেন। ২০০৬ সালে হিন্দি চলচ্চিত্র গ্যাংস্টার-এ 'ইয়া আলি' গানটির মাধ্যমে তিনি জাতীয় খ্যাতি অর্জন করেন। এরপর 'সুবহ সুবহ', 'ক্যা রাজ হ্যায়'-এর মতো একাধিক হিট গান উপহার দেন তিনি।

জুবিন মূলত অসমীয়া, বাংলা এবং হিন্দি চলচ্চিত্র ও সংগীত জগতে কাজ করতেন। তবে তিনি ৪০টিরও বেশি ভাষা ও উপভাষায় গান গেয়েছেন।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জলে পড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর।। পুকুরের জলে পড়ে মৃত্যু পাঁচ বছরের শিশুর। মর্মান্তিক ঘটনা বিলোনিয়া চিত্তামারা এলাকায়। বাড়ির লোকজনের অলক্ষে পাঁচ বছরের মুক ও বধির শিশু শুভম দাস খেলতে খেলতে বাড়ির পার্শবর্তী পুকুরে পড়ে জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। ঘটনা বিলোনিয়া থানাধীন চিত্তামারা এলাকায়।

শিশুর দাদু ও দিদা জানায় প্রতিদিন শিশুটিকে বেঁধে রাখা হয় আজ তাকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাড়িতেই খেলছিল শিশুটি কিন্তু সবার চোখের আড়ালে কখন পার্শবর্তী পুকুরে পড়ে যায় তা কেউ টের পায়নি। পরবর্তী সময়ে পাশের বাড়ির লোক দেখতে পেয়ে চিৎকার শুরু করলে দ্রুত তাকে পুকুর থেকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতাল নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপাক্ষিক চুক্তি

অগ্রগতি ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরকারের ভূমিকা নিয়ে বিধানসভায় প্রশ্ন তুলব ঃ অনিমেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। বিধানসভা অধিবেশনে দুটি বিষয় নিয়ে সরব হবে সরকারের শরিক দল তিপ্রা মথা। আজ বিধানসভা অধিবেশনের প্রাক মুহূর্তে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বললেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। তিনি বলেন, এদিনের বিধানসভা অধিবেশনে 'শর্ট নোটিশ ডিসকাশন' — এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়ন সর্মকে জানতে চাওয়া হবে। এছাড়াও অবৈধ অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সে বিষয়েও জানতে চাওয়া হবে। তাঁর কথায়, সরকারে থেকেও সরকারের অনেক বিষয় অজানা রয়েছে। তাই জনগণের প্রশ্নের উত্তর চাইতেই এদিন এই দুটি বিষয়ে সরব হবে তিপ্রা মথা।

তিনি বলেন, বিধানসভা কোনো মল্য যুদ্ধ নয়। এটি জনগণের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার স্থল। তাই জনগণের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে এদিন আলোচনা হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, অনেকেই বলতে পারেন সরকারে থেকে সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে তিপ্রা মথা। কিন্তু এমনটা নয়। সরকারের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র অংশ তিপ্রা মথা। তাই অনেককিছুই তাদের জানা নেই। তাই জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে বিধানসভায় প্রশ্ন তুলবেন তারা।

মূলত পিছিয়ে পড়া জনগণ তিপ্রাসা, যাদের নিয়ে কেউ কথা বলছে না তাদের স্বার্থেই তথ্য জানার অধিকার থেকে এই বিষয়গুলি জানতে চাইবে তিপ্রা মথা দল।

জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক ঃ আমরা বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের শরিক দল তিপরা মথা, রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি নিয়ে প্রশ্ন তুলল আমরা বাঙালী দল। শুক্রবার এক বিবৃতিতে দলের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, চুক্তির সমস্ত শর্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করা হোক। কারণ এই চুক্তি নিয়ে জনমনে ব্যাপক আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। 'আমরা বাঙালী' দলের অভিযোগ, তিপরা মথার পক্ষ থেকে একাধিকবার এই চুক্তি বাস্তবায়নের দাবি জানানো হয়েছে। অথচ চুক্তির প্রকৃত বিষয়বস্তু এখনও সাধারণ মানুষের কাছে অজানা। ফলে ভবিষ্যতে এই চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালীদের চরম ক্ষতি হতে পারে, এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

দলের দাবি, অতীতেও যেসব চুক্তি হয়েছে, সেগুলোর অধিকাংশই জনজাতিদের স্বার্থে তৈরি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে বাম আমলে গৃহীত ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ(টিটিএএডিসি) আইন। ওই আইনের মাধ্যমে রাজ্যের ৩০ শতাংশ জনজাতির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭০ শতাংশ ভূমি। অথচ ৭০ শতাংশ বাঙালীর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ৩০ শতাংশ জমি।

এছাড়াও দলের অভিযোগ, এই ৩০ শতাংশ জমিও উন্মুক্ত বাজারে কেনাবেচা হলেও, বাঙালীরা জনজাতি এলাকা থেকে জমি কিনতে পারেন না। ফলে ধীরে ধীরে বাঙালীদের হাত থেকেও ভূমি চলে যাচ্ছে। 'আমরা বাঙালী' দলের আরও অভিযোগ, বাঙালীদের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

সাত সকালে মির্জা বাজারে

প্রকাশ্যে রাস্তায় অগ্নিদগ্ধ মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার !

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ।। নারকীয় ঘটনার শিকার দুই সন্তানের জননী। রাতে স্বামী-স্ত্রীকে মারপিট করে কয়েকজন। সকালে মির্জা বাজার থেকে উদ্ধার হয় স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রাজ্যের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। অগ্নিদগ্ধ মৃত মহিলার নাম অঞ্জলি সরকার। ঘটনা এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

মৃতার স্বামী জানিয়েছেন, গতকাল রাতে কয়েকজন দুষ্কৃতি অঞ্জলি সরকার ও তার স্বামীর উপর তাদের দোকানে গিয়ে চড়াও হয়। তাদের বেধড়ক মারধর করেছেন। এমনকি তার স্ত্রীর গোপন ছবি প্রকাশ্যে এনে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত দেড় বছরের শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। মূর্তি বিসর্জন থেকে রাতে ফেরার পথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দেড় বছরের এক শিশুর মাথা ফেটে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে এয়ারপোর্ট থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান এলাকায়। এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বামুটিয়া থানার কালী বাজার এলাকায় এক অনুষ্ঠান থেকে দমদমিয়া এলাকার

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যে অভিনন্দন প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। জঙ্গিবাদ দমনে অপারেশন সিন্দুরের সাফল্যে ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনে অভিনন্দনসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। আজ রাজ্য বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা জানান মুখ্যমন্ত্রী।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, গত ২২ এপ্রিল, ২০২৫ এ কাশ্মীরের পহেলগাঁও-এ পাকিস্তানের মদতপুষ্ট কট্টরপন্থী সন্ত্রাসবাদীরা নিরীহ পর্যটকসহ মোট ২৬ জন নাগরিককে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সমগ্র দেশবাসীকে গভীরভাবে শোকাহত করে তোলে। আমি এই সভায় এই নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য তীব্র নিন্দা

জানাচ্ছি এবং নিহতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই ন্যাক্কারজনক হত্যাকান্ডের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দেশবাসীকে জানিয়েছিলেন, ভারত এই ধরণের জঙ্গি হামলাকে কোনভাবেই আর সহ্য করবে না। এই ঘটনায় যুক্ত জঙ্গিদের এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। জঙ্গিরা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, তাদেরকে খুঁজে বের করে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে বলে দেশবাসীকে অবগত করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অবশেষে, কাশ্মীরের গণহত্যার প্রতিবাদে এবং জঙ্গি দমনে ভারতীয় সেনাবাহিনী গত ৭ মে, ২০২৫ গভীর রাতে ''অপারেশন সিন্দুর'' অভিযান সংগঠিত করে। সুপরিকল্পিত এই অভিযানে পাকিস্তানের অভ্যন্তরে থাকা বেশ কয়েকটি জঙ্গি ঘাঁটি ও প্রশিক্ষণ শিবিরকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এই অভিযানে পাকসেনার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যাপক সংখ্যক সন্ত্রাসীরা হতাহত হয় বলে জানা গেছে। পরদিন পাকিস্তান ভারতকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ শুরু

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি, আলোচনার সময় চেয়ে বিধানসভায় সরব বিরোধীরা

আগামী অধিবেশনে সময় বাড়ানোর আশ্বাস পরিষদীয় মন্ত্রী রতনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর।। সম্প্রতি আগরতলা পুর নিগমে ১৬ কোটি টাকার দুর্নীতি খবর প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু পুর নিগমই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি ছেয়ে গেছে। বিধানসভা অধিবেশনে এসমস্ত বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দপ্তর আলোচনা করা উচিত। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা অধিবেশন সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য অন্তত আরও তিন দিন অধিবেশন বাড়ানো প্রয়োজন। আজ ত্রিপুরা বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনে শোক প্রকাশের পর চলমান দুর্নীতির প্রসঙ্গ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আর মাত্র
৯ দিন

জাগরণ আগরতলা,২০ সেপ্টেম্বর,২০২৫ ইং
৩ আশ্বিন, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

এস আই আর নিয়া বিতর্ক

প্রায় দুই দশকেরও বেশি সময় পর রাজধানী দিল্লিতে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা শুরু করিয়াছে নির্বাচন কমিশন। এই উদ্যোগকে কেন্দ্র করিয়া রাজনীতির ময়দানে তৈরি হইয়াছে উত্তেজনা ও বিতর্ক। অভিযোগ উঠিয়াছেএই প্রক্রিয়া ভোটারদের অযথা হয়রানি করিতেছে এবং রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের ভোটাধিকার খর্ব করিবার হাতিয়ার হইতে পারে ।দিল্লির মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক দপ্তর জানাইয়াছে, এবার ভোটার যাচাই হইবে ২০০২ সালের তালিকার ভিত্তিতে। পূর্বে যেমন বাড়ি বাড়ি গিয়া এনুমেরেটররা তথ্য সংগ্রহ করিতেন, এবার প্রতিটি ভোটারকেই নিজ উদ্যোগে বুথ লেভেল অফিসারদের কাছে ফর্ম ও নথি জমা দিতে হইবে।

যাহাদের নাম ২০০২ এবং বর্তমান উভয় তালিকায় আছে, তাহাদের ২০০২ সালের ভোটার তালিকা থেকে নির্যাসসহ ফর্ম জমা দিতে হইবে। যাহারা ২০০২ সালের পর প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন বা দিল্লিতে বসবাস শুরু করিয়াছেন, তাহাদের পিতা-মাতার নাম পুরনো তালিকায় থাকিলে সেই প্রমাণ দেখাইয়া সঙ্গে নিজেদের পরিচয়পত্র জমা করিতে হইবে।

নির্বাচনী আধিকারিকের দাবি, এর উদ্দেশ্য হইল "যোগ্য ভোটারদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া।" তবে বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেএটি ভোটার বঞ্চনার অজুহাত হইয়া উঠিতে পারে। এই বিশেষ পুনর্বিবেচনা শুরু হইতেছে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচনের বিতর্কের প্রেক্ষাপটে। সেই নির্বাচনে বিজেপি ও আম আদমি পার্টি একে অপরকে ভোটার তালিকা কারচুপির অভিযোগে আক্রমণ করিয়াছিল ।তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করিয়াছিলেন, মাত্র ১৫ দিনে তাঁহার আসনে ৫,০০০ ভোটার নাম মুছিয়া ফেলিবার এবং ৭, ৫০০ নতুন নাম যুক্ত করিবার আবেদন করা হইয়াছিল। যাচাইয়ে দেখা যায়, নাম বাদ দেওয়ার আবেদনগুলির বড় অংশই প্রকৃত দীর্ঘদিনের বাসিন্দা ।বিজেপি পাল্টা অভিযোগ তোলে যে, আপ অস্বাভাবিকভাবে ৩০-৪৮ বছর বয়সিদের নাম তালিকায় যোগ করিয়াছে, যাহা সন্দেহজনক।

বর্তমানে বিজেপি দিল্লির এস আই আর প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানাইয়াছে ।দাবি করিয়াছে এটি "ভুয়ো নাম ও অনুপ্রবেশকারীদের" চিহ্নিত করিবে। অন্যদিকে কংগ্রেস আশঙ্কা করিতেছে এটি বিহারের মতোই অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া হইয়া উঠিবে, যেখানে বিরোধী সমর্থকদের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠিয়াছিল।

বিহারে বর্তমানে একই ধরনের পুনর্বিবেচনা দিল্লির রাজনীতিকে আরও সজাগ করিয়া তুলিয়াছে।

বিহারে শুরুতে নির্বাচন কমিশন আধার কার্ডকে বৈধ পরিচয়পত্র হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। একাধিক আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আধার ১২তম বৈধ নথি হিসেবে যুক্ত হয়। আগস্টে প্রকাশিত খসড়া তালিকায় দেখা যায়, মোট ৭.৮৯ কোটির মধ্যে ৬৫ লাখ ভোটার বাদ পড়িয়াছেন। কমিশনের দাবিএরা মৃত, অন্যত্র সরিয়া গিয়াছেন বা ডুপ্লিকেট। বিরোধীরা অভিযোগ করে, প্রকৃত নাগরিকদেরই বিশেষ করিয়া শ্রমজীবী ও গ্রামীণ দরিদ্রদের নাম বাদ দেওয়া হয়ছে ।প্রথমে বিহারে ডিজিটাল, সার্চযোগ্য পিডিএফ তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল।

সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ফের পাকিস্তানকে নিশানা ভারতের, বলল ”সারা বিশ্ব জানে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের যোগাযোগ”

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তানের মাটিতে সক্রিয় জঙ্গি সংগঠনগুলির সঙ্গে সে দেশের সরকার ও সেনাবাহিনীর সুস্পষ্ট যোগাযোগ নিয়ে ফের সরব হল ভারত। শুক্রবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাফ জানিয়ে দেন, ’বিশ্ব এখন সজাগ পাকিস্তান রাষ্ট্র, তার সেনাবাহিনী এবং জঙ্গি সংগঠনগুলির মধ্যে যে গভীর যোগ আছে, তা আর লুকোনোর কিছু নেই।

নিয়মিত মিডিয়া ব্রিফিংয়ে জয়সওয়াল বলেন, ’সম্প্রতি যে ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে, তা আরও স্পষ্ট করে দেয় পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী নীতির প্রকৃত চিত্র। তিনি এই মন্তব্য করেন জইশ-ই-মহম্মদ এবং লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিদের ভিডিও প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে।

সম্প্রতি ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে জইশ-ই-মহম্মদের শীর্ষস্থানীয় জঙ্গি মসুদ ইলিয়াস কাশ্মীরি স্বীকার করেছেন যে, ভারতের ”অপারেশন সিন্দুর”-এর জেরে সংগঠনের মুখ্য ঘাঁটি মুরিদকেতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ওই হামলায় জইশ প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মাসুদ আজহার-এর পরিবার স্ত্রী ও সন্তানসহ মারা গেছে বলেও উল্লেখ করা হয় ভিডিওতে। কাশ্মীরি বলেন এই সন্ত্রাসবাদ, যা আমরা আদর্শগত ও ভৌগোলিক কারণে নিজেদের হৃদয়ে স্থান দিয়েছি, তার জন্য আমরা কখনও দিল্লির সঙ্গে, কখনও কাবুল, আবার কখনও কন্ধাহারের সঙ্গে লড়েছি। ৭ মে মাসুদ আজহারের পরিবারের সবাই নারী ও শিশুসহ বাহাওয়ালপুরে নিহত হয়।

পাকিস্তান সরকার পরবর্তীতে স্বীকার করে যে, বাহাওয়ালপুর, কোটলি ও মুরিদকে-সহ মোট **৯টি স্থানে ভারতীয় বাহিনী হামলা চালিয়েছে। এই অঞ্চলগুলি বহুদিন ধরেই সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে পরিচিত। রণধীর জয়সওয়াল বলেন যেকোনও আন্তর্জাতিক ফোরামের নথিতে এখন স্পষ্ট ভাষায় লেখা থাকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা। এমনকি সীমান্ত পার হওয়া সন্ত্রাসবাদ -এর বিরুদ্ধেও সরাসরি উল্লেখ থাকে।

তিনি আরও জানান আমরা বিশ্বের সব দেশের কাছে আহ্বান জানাই সন্ত্রাসবাদের সমস্ত রূপ ও প্রকাশের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও জোরালো লড়াই গড়ে তোলার জন্য।

নির্বাচনী ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ফেরাতে নির্বাচন কমিশনের বড় পদক্ষেপ, আরও ৪৭৪ রাজনৈতিক দলকে তালিকা থেকে বাদ, ৩৫৯টির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ইসিআই) দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা ফেরাতে ফের কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশন শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, ৬ বছর ধরে একটিও নির্বাচন না লড়ায় আরও ৪৭৪টি নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল-কে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২৫ সালের ৯ আগস্ট প্রথম দফায় ৩৩৪টি দলকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, গত দুই মাসে মোট ৮০৮টি রাজনৈতিক দলকে নির্বাচন কমিশনের তালিকা থেকে সরানো হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২৯এ অনুযায়ী গ্রহণ করা হয়েছে। এই আইনে রাজনৈতিক দলগুলি নিবন্ধিত হলে নির্বাচনী প্রতীক ও আয়কর ছাড়ের মতো একাধিক সুবিধা পায়। তবে নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো দল টানা ছয় বছর কোনও নির্বাচনে অংশ না নেয়, তাহলে সেই দলকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। নির্বাচন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (ইসিআই) চলমান নির্বাচনী স্বচ্ছতা অভিযানের অংশ হিসেবে টানা ছয় বছর ধরে কোনও নির্বাচন না লড়ায় আরও ৪৭৪টি নিবন্ধিত অস্বীকৃত রাজনৈতিক দল-কে তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে। এর ফলে গত আগস্ট মাস থেকে শুরু হওয়া অভিযানে মোট ৮০৮টি দলকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সর্বাধিক দল বাদ পড়েছে উত্তরপ্রদেশ থেকে (১২১টি), এরপর রয়েছে মহারাষ্ট্র (৪৪), তামিলনাড়ু (৪২) এবং দিল্লি (৪০)। এছাড়াও, পাঞ্জাব (২১), মধ্যপ্রদেশ (২৩), বিহার (১৫) এবং অন্ধ্রপ্রদেশ (১৭)-সহ আরও কয়েকটি রাজ্যও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে আকাশপথে কে এগিয়ে ছিল ?

ওয়াকার মুস্তাফা

আগের রাতে ওই এলাকা দিয়েই ভারতের কয়েকটি ট্যাংক পাকিস্তানের ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল এবং লাহোরের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল প্রায়।

স্কোয়াড্রন ১৯ কমান্ডার সাজ্জাদ হায়দার তার ''ফ্লাইট অফ দ্য ফ্যালকন: ডেমোলিশিং মিথস অফ দ্য ইন্দো-পাক ওয়ার্স ১৯৬৫-১৯৭১'' বইয়ে লিখেছেন, 'পাকিস্তানের কেন্দ্রবিন্দুতে (লাহোর -যেটা ছিল তখনকার রাজধানী) আক্রমণের খবর পেয়ে আমাদের হৃদয়ে যে যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব।'

'লাহোর শব্দটি শুনেই মনে হলো যেন একটা বিশাল বৈদ্যুতিক শক লেগেছে। শিরায় রক্ত সঞ্চালন ইতোমধ্যেই তীব্র ছিল। সেই রেডিও বার্তাটি যেন একটা স্ফুলিঙ্গের মতো নেমে এসে আমাদের অস্তিত্বে আগুন ধরিয়ে দিল।'

বইটিতে তিনি লিখেছেন, 'হঠাৎ আমি বেশ কয়েকটি ট্যাংক এবং সাঁজোয়া যানকে রাস্তা বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে দেখলাম। আমি চিৎকার করে বললাম, এগুলো ভারতীয় ট্যাংক! এগুলো শেষ করে দাও। জোড়ায় জোড়ায় রকেট ছোঁড়ো।'

আমি ''টার্গেট সকাল নয়টা'' (নয়টা বাজার সময় ঘড়ির কাঁটা যে অবস্থানে থাকে সেই একই অবস্থানে) বলে চিৎকার করেই প্রথম রকেটটি ছুঁড়লাম। সাথে সাথেই, নাম্বার থ্রি রিপোর্ট করলো, ''লিডার! ট্যাংকটি আকাশে উঠে গেছে''।

'প্রতিটি আঘাতের পর আগুনের শিখা এবং গলিত ধাতু আকাশে উঠে যাচ্ছিল। আমরা এত কম উচ্চতায় ছিলাম যে বিস্ফোরণের ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল, মনে হচ্ছিলো যেন বিমান-বিধ্বংসী গোলাগুলির মধ্য দিয়ে উড়ছি।'

তিনি লেখেন, 'দ্বিতীয় অভিযানের সময় যখন স্কোয়াড্রন লিডার মারভিন মিডলকট এফ-১০৪ -এ আসেন, তখন আমি পাঁচ এবং ছয় নম্বরকে আবার ফর্মেশনে ডেকে বলি যে আমাদের এখন বিমান কভার আছে।' 'আমি একটি আর্টিলারি গাড়িকে টার্গেট করেছিলাম। তারপর পেছন থেকে আরেকটি ট্যাংকে মেশিনগান দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিলাম। আমার মনে আছে নওশেরা স্কুলে উমর খান আফ্রিদি ও আমি শিখেছিলাম যে ইঞ্জিনের ওপরের ঢাকনা ট্যাংকের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে এসেছিল। দুই নম্বর নিশ্চিত করেছিল যে ট্যাংকে আগুন লেগেছে।' বইটিতে তিনি লিখেছেন, এটি ছিল আমার ষষ্ঠ ও শেষ আক্রমণ এবং আমি যখন এলাকা ছেড়ে যাচ্ছিলাম, তখন আমি একটি পতাকাবাহি জিপ দেখতে পেলাম যেটা লক্ষ্য করে আমি গুলি করি। আগুন ধরে যাওয়ার আগে, আমি একজন লোককে লাফিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। 'বিমানযুদ্ধের ইতিহাসবিদ পুষ্পিন্দর সিং আমাকে বলেছিলেন যে ওয়াঘায় আমি পতাকাবাহি যে জিপটিকে টার্গেট করেছিলাম, সেটা ছিল মেজর জেনারেল নিরঞ্জন প্রসাদের। যিনি তার ডিভিশন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।' তিনি আরও লেখেন, '১৬ থেকে ১৭ মিনিট পর, যখন গোলাবারুদ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং জ্বালানি বিপজ্জনকভাবে কম ছিল, তখন আমি ফেরত যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম।' জেনারেল লচমন সিং, জেনারেল সুখওয়ান্ত সিং এবং ইতিহাসবিদ জগন মোহন ও সামীর চোপড়ার উদ্ধৃতি দিয়ে হায়দার তার বইতে দাবি করেছেন যে 'কর্ণেল ডেসমন্ড হাইডের নেতৃত্বে অগ্রসরমাণ তিনটি জাট ব্যাটালিয়নকে লক্ষবস্তু বানিয়েছিলো পাকিস্তানি বিমান বাহিনী এবং মেশিনগান ও রকেট দিয়ে কচুকাটা করেছিল।' 'ইউনিটটি তাদের সব কামান ও শেরম্যান ট্যাংক হারিয়ে ফেলেছিল। জেনারেল লচমন সিং-এর মতে, শত্রুরা প্রায় ১৫ মিনিট ধরে আমাদের প্রতিটি যানবাহনকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল এবং আমাদের গুলি থেকে সম্পূর্ণরূপে চিন্তামুক্ত ছিল।

সাজ্জাদ হায়দার তার বইতে দাবি করেছেন যে এগিয়ে আসতে থাকা ভারতীয় সেনাদের দলটির সামনের সারিতে পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটে। জেনারেল সুখবন্ত সিং-এর মতে, ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার ব্যাটালিয়ন ত্যাগ করে কেবল একটি মোজা এবং একটি জুতা পরে পালিয়ে যান। তার ডেপুটিও সাইকেলে করে পালিয়ে যান এবং অমৃতসরে আশ্রয় নেন।'

ফল নির্ধারক যুদ্ধ যুদ্ধ ইতিহাসবিদ কর্ণেল আজম কাদরির মতে, এটি ছিল একটি ফল নির্ণায়ক যুদ্ধ। কর্ণেল কাদরি বিবিসিকে বলেন, 'লাহোরকে রক্ষাকারী স্থলবাহিনী অবস্থান নেওয়ার আগেই পাকিস্তানি বিমান বাহিনী অগ্রসরমান শত্রু ডিভিশনগুলোকে ধ্বংস করে লাহোরকে রক্ষা করেছিল।' তিনি বলেন যে 'সাজ্জাদ হায়দার, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মুহাম্মদ আকবর, আরশাদ সামি, খালিদ লতিফ, দিলাওয়ার এবং গনি আকবর সেদিন লাহোর এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে রক্ষা করেছিলেন'। তিনি বলেন, প্রতিটি পাইলট ছয়টি করে আক্রমণ করেছিলেন এবং শত্রুর আক্রমণকে পুরোপুরি পরাজিত করতে প্রায় ১৭ মিনিট ধরে হামলা চলতে থাকে। যখন তারা ফিরে আসে, তখন মাঠে গলে যাওয়া লোহা ও আগুনের শিখা শত্রুর পরাজয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছিলো।' সাজ্জাদ হায়দার তার বইতে দাবি করেছেন যে সেই সন্ধ্যায়, আমাদের তৃতীয় অভিযানে, আমরা পাঠানকোটে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম এবং ১৩টি যুদ্ধবিমান ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। যদি পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণরূপে সফল হত, যেটা ভালোভাবে মহড়া করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানি বিমান বাহিনীর সেরা বিমান ও পাইলটরা যুক্ত ছিল, তাহলে ভারতীয় বিমান বাহিনীর ৫০টিরও বেশি বিমান এমনভাবে ধ্বংস হতো যেটা অস্বীকার করার উপায় থাকতো না। 'এমএম আলমের নেতৃত্বে আদমপুর আক্রমণ পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি। অন্যদিকে সরফরাজ রফিকির নেতৃত্বে হালওয়ারা আক্রমণ ভারতীয় বিমান নজরদারির কারণে সম্ভব হয়নি।

বিমান সংঘর্ষে দুটি ভারতীয় হান্টার ধ্বংস হয়ে যায়, তাদের পাইলটরা বেঁচে যান। কিন্তু দুই পাকিস্তানি পাইলট (রফিকিসহ) নিহত হন। ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সিসিল চৌধুরী নিরাপদে ফিরে আসেন।' ৬ সেপ্টেম্বরের আগের যুদ্ধসমূহ ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাসের বই এবং বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, যুদ্ধের আকাশ পর্ব শুরু হয় ১৯৬৫ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর, যখন ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ''অপারেশন গ্র্যান্ড স্ল্যাম'' থামাতে আক্রমণ শুরু করে। জবাবে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী দুটি এফ-৮৬ স্যাবর বিমান পাঠায়, যেগুলো ৫ নম্বর স্কোয়াড্রন লিডার সরফরাজ রফিকি এবং ১৫ নম্বর স্কোয়াড্রনের ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইমতিয়াজ ভাট্টি উড়াচ্ছিলেন। ছাম্ব এলাকার ওপর এই আকাশ যুদ্ধে রফিকি ভারতীয় ফর্মেশন লিডার এবং তার উইংম্যানকে টার্গেট করেন, যখন অন্য দুটি বিমান গুলি করে ভূপাতিত করেন ভাট্টি। ভারতীয় বিমান বাহিনী প্রায় ১৩০টি ভ্যাম্পায়ার এবং ৫০টিরও বেশি অর্গন বিমান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার করে নেয়। দোসরা সেপ্টেম্বর, উভয় পক্ষের স্থলবাহিনী বিমান সহায়তা পায়, কিন্তু কোনো বড় যুদ্ধ হয়নি। এয়ার কমোডর কায়সার তুফায়েলের মতে, ভারত পাঠানকোটে পাকিস্তানের স্যাবর জেটগুলোকে মোকাবিলা করার জন্য জিন্যাট যুদ্ধবিমান পাঠিয়েছিল। তিনি তার ''রান, ইটস এ-১০৪'' প্রবন্ধে লিখেছেন যে তেসরা সেপ্টেম্বর স্কোয়াড্রন লিডার ট্রেভর ক্যালভার একটি স্যাবর বিমান গুলি করে ভূপাতিত করার দাবি করেন এবং তাকে বীর চক্রে ভূষিত করা হয়।

কিন্তু বিমানটি আসলে রক্ষা পেয়েছিলো এবং পাইলট ইউসুফ আলী খানকে সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়েছিলো। এই সময়ে, একটি ভারতীয় বিমান দুর্ঘটনাক্রমে পাকিস্তানে অবতরণ করে এবং তাকে আটক করা হয়।

পিএএফ ফ্যালকনস ওয়েবসাইট অনুসারে, চৌঠা সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের একটি স্যাবর বিমান বিধ্বস্ত হয়, পাকিস্তান যেটাকে নিজেদের গুলিতে এবং ভারত তাদের আক্রমণের ফলে ঘটেছে বলে দাবি করে।

ছয়ই সেপ্টেম্বরের পর- কায়সার তুফায়েলের মতে, পাইলট এমএম আলম দাবি করেছিলেন যে, তিনি ৭ সেপ্টেম্বর সারগোদার আকাশে এক মিনিটের মধ্যে পাঁচটি ভারতীয় হকার হান্টার বিমান ভূপাতিত করেন এবং ৩০ সেকেন্ডের মধ্যে চারটি বিমানকে পরাজিত করেন। তবে ভারতীয় বিমান বাহিনী এই দাবি নাকচ করে দেয়। সাজ্জাদ হায়দার এবং ভারতীয় ইতিহাসবিদ পুষ্পিন্দর সিং চোপড়ার মতে, এমএম আলম সেদিন আকাশে দুটি লড়াইয়ে নিশ্চিত বিজয় অর্জন করেছিলেন। পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের মতে, যুদ্ধের শেষ নাগাদ, তিনি নয়টি বিমান ভূপাতিত এবং দুটি ক্ষতিগ্রস্ত করার কৃতিত্ব পেয়েছিলেন। এয়ার কমব্যাট ইনফরমেশন গ্রুপের মতে, সারগোদায় ৩৩টি ভারতীয় আক্রমণ প্রতিহত করা হয়েছিল, বেশ কয়েকটি হান্টার বিমান ও ফরাসি মিস্টেয়ার বিমান ধ্বংস করা হয়েছিল এবং একজন ভারতীয় পাইলটকে বন্দি করা হয়েছিল। সাতই সেপ্টেম্বর, একজন ভারতীয় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট কুক একটি স্যাবরকে গুলি করে ভূপাতিত করেছিলেন। ১০ই সেপ্টেম্বর, বিয়াস নদীর উপর একটি বিমান যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল যেখানে একটি ভারতীয় মিস্টেয়ার বিমান গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি গবেষক, লেখক এবং প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক তাহির নিয়াজের একটি প্রবন্ধ অনুসারে, ১৩ সেপ্টেম্বর একটি পাকিস্তানি স্যাবর জেট একটি ভারতীয় জিন্যাট বিমানকে ধ্বংস করে। সেই রাতে ভারতীয় ''ক্যানবেরা'' বিমানগুম পেশোয়ারে বোমা ফেলার পরিবর্তে ভুল করে মল রোডে বোমা ফেলে। ১৬ থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরও সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়; ভারতের জিন্যাট আখ্যা পায় স্যাবর কিলার হিসেবে।

আদিত্য গুপ্ত তার ''রেড অন বাদিন'' প্রবন্ধে লিখেছেন যে, ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতীয় ক্যানবেরার বিমান বাদিনের রাডারে আক্রমণ করে। একই দিনে সারগোদা থেকে ফেরার সময়, এয়ার কমব্যাট ইনফরমেশন গ্রুপের মতে, একটি ক্যানবেরা বিমানকে পাকিস্তানি স্টারফাইটার গুলি করে ভূপাতিত করে। বিজয় কুমার সিং তার ''লিডারশিপ ইন দ্য ইন্ডিয়ান আর্মি'' বইতে লিখেছেন যে ওই সময়ে, ভারতের প্রথম সেনাপ্রধান কেএম কারিয়াপ্পার ছেলেকে বন্দি করা হয়েছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খান তাকে মুক্তি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, কিন্তু কারিয়াপ্পা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, 'হয় সব বন্দিকে মুক্তি দাও, নয়তো কাউকেই না'। ২০শে সেপ্টেম্বর বিকেলে, স্কোয়াড্রন লিডার শরবত আলী চাঙ্গেজীর নেতৃত্বে চারটি স্যাবর জেট লাহোর-কাসুর ফ্রন্টের দিকে উড়ে যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই রাডারে শত্রুপক্ষের চারটি বিমানের খবর পাওয়া যায়। ভারতীয় বিমান বাহিনী হান্টার এবং জিন্যাট বিমানের একটি স্কোয়াড্রন লাহোরের দিকে পাঠায়।

ইতিহাসবিদ এয়ার কমোডর কায়সার তুফায়েল লিখেছেন যে লাহোরের আকাশে যে ''ডগফাইট'' শুরু হয়েছিল তা ঘুড়ি ওড়ানোর স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। লোকেরা ছাদে উঠে স্লোগান দিচ্ছিল। চেঙ্গেজি একটা হান্টারকে গুলি করে ভূপাতিত করে। অন্যদিকে, শত্রুর গুলি বিমানে আঘাতে করায় ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল হক মালিক ইজেক্ট করতে বাধ্য হন।

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাজির জিলানি আরেকটি হান্টারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন তবে ইন্ডিয়ান পাইলট শর্মাকে আরেকটি ভারতীয় বিমান উদ্ধার করে। তিনি লেখেন, 'এই সংঘর্ষটি ছিল পাকিস্তান বিমান বাহিনীর আকাশ শ্রেষ্ঠত্বের এক দুর্দান্ত প্রদর্শনী। ফলাফল ছিল ২-১ ব্যবধানে পাকিস্তানের পক্ষে, কিন্তু আনোয়ার মালিকের মৃত্যুর কারণে কোনো পাইলট ব্যক্তিগত পদক পাননি। বিপরীতে, হান্টার্সের বহু ক্ষয়ক্ষতি ভারতীয় বিমান বাহিনীকে কাঁপিয়ে দেয় এবং লাহোরবাসীর ''বো কাটা'' স্লোগান সত্যিই বিজয়ের প্রতিধ্বনিতে পরিণত হয়।' দুই দিন পর, ২২ সেপ্টেম্বর রাতে, যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হয়।

কে জিতল, কে হেরে গেল? ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার অমরচিমা তার ''দ্য ক্রিমসন চিনার'' বইতে লিখেছেন, 'এই যুদ্ধ ছিল প্রথম ''পূর্ণ'' যুদ্ধ যেখানে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই তীব্র সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছিল। পাকিস্তানি বিমান বাহিনী দুই হাজার ৩৬৪টি সামরিক অভিযান চালিয়েছিল এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী তিন হাজার ৯৩৭টি অভিযান চালিয়েছিল।' অমরচিমা লিখেছেন, 'ভারতীয় বিমান কমোডর জসজিৎ সিংয়ের মতে, পাকিস্তানি বিমান বাহিনী প্রযুক্তিগতভাবে ভারতীয় বিমান বাহিনীর চেয়ে উন্নত ছিল, বিশেষ করে এর রাডার সিস্টেম এবং আধুনিক সরঞ্জামের উন্নত ব্যবহারের কারণে। বিপরীতে ভারতীয় বিমান বাহিনী সম্প্রসারণের পর্যায়ে ছিল এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল।'

'এই যুদ্ধ নিয়ে ভারতের সরকারি তথ্য অনুসারে, কোনো পক্ষই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি। যদিও সাধারণ ধারণা হলো যে পাকিস্তানি বিমান বাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে।' অমরচিমা লিখেছেন, 'জসজিৎ সিং এই সিদ্ধান্তে প্রশ্ন তোলেন এবং একে ভারতীয় বিমান বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সতর্ক কৌশলের ফলাফল বলে অভিহিত করেন।' অমরচিমা লিখেছেন যে 'পাকিস্তানি বিমান বাহিনী সারগোদা ও পেশোয়ারকে তাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছিল যেখানে প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের অধিকাংশই কেন্দ্রীভূত ছিল। পরিকল্পনা ছিল প্রতিরক্ষামূলক হামলার মাধ্যমে ভারতীয় বিমান ঘাঁটির আরও ক্ষতি করা। কিন্তু ৬ সেপ্টেম্বরের ক্ষয়ক্ষতির পর এই কৌশল বাদ দেওয়া হয়।'

বিমান যুদ্ধে উভয় পক্ষ থেকে পরস্পরবিরোধী দাবি উঠে আসে। মার্টিন ভ্যান ক্রেভেল্ড তার ''দ্য এজ অফ এয়ারপাওয়ার'' বইতে লিখেছেন যে পাকিস্তান দাবি করেছে যে তারা ১০৪টি ভারতীয় বিমান ধ্বংস করেছে এবং তাদের নিজস্ব ১৯টি বিমান হারিয়েছে। অন্যদিকে, ভারত বলেছে যে তারা ৭৩টি পাকিস্তানি বিমান ভূপাতিত করেছে এবং নিজস্ব ৩৫টি হারিয়েছে। ভারতীয় বিমান বাহিনীর মার্শাল অর্জুন সিং বলেন, অর্জন কম হওয়া সত্ত্বেও, তারা তিন দিনের মধ্যে আকাশপথে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসবিদ কেনেথ ভেরেলের মতে, পাকিস্তানি বিমান বাহিনী ভালো পারফর্ম করেছিল এবং সম্ভবত তাদেরই প্রাধান্য ছিল।

ভেরেল তার ''সাইবার্স ওভার মিক্সেল'' বইতে লিখেছেন, 'ভারতের কাছে আরও আধুনিক বিমান ছিল, কিন্তু পাকিস্তানের কাছে ছিল স্যাবর জেট এবং বিশেষজ্ঞ পাইলট ব্যবহারের এক দশকের অভিজ্ঞতা।'

জন ফ্রিকার তার ''ব্যাটল ফর পাকিস্তান: দ্য এয়ার ওয়ার অফ ১৯৬৫'' বইতে লিখেছেন, পাকিস্তানি বিমান বাহিনী সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এর প্রধান নূর খান ভারতীয় যেকোনো আক্রমণ রোধ করার জন্য কার্যকরভাবে তার পূর্ণ বিচক্ষণতা ব্যবহার করেছিলেন।

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা কত

কাজী আকাশ

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লেও মানুষের চরম বিপদ হতে পারে। চরমাবস্থা হতে পারে আবহাওয়ার। এক ডিগ্রি তাপমাত্রা শুনে কম মনে হতে পারে এমনিতে। কিন্তু মানুষ বা পৃথিবীর প্রাণের জন্য এটা ভয়াবহ বিষয়।

পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের আর কোনো গ্রহে প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মহাবিশ্বের ব্যাপারে আমরা এখনো অনেক কিছু জানি না। সৌরজগতের ব্যাপারে অবশ্য কিছুটা জানি, তবে অজানাও কম নয় নিতান্ত। তাই পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে আছে কি না, আমরা জানি না। তবে এখনো আর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। বেশ কয়েকটি কারণে পৃথিবী প্রাণোপযোগী। প্রথমত, পৃথিবী রয়েছে সূর্যের গোল্ডিলকস জোন বা বাসযোগ্য অঞ্চলে। অর্থাৎ পৃথিবী সূর্য থেকে খুব বেশি দূরেও নয়, আবার কাছেও নয়। এমন অবস্থায় আছে, যেখানে পানি জমে বরফে পরিণত হবে না, আবার তাপে বাষ্পেও পরিণত হবে না পানি। একে গোল্ডিলকস জোন বলে। দ্বিতীয়ত, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্থিতিশীল।

পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। দিন ও বছরের দৈর্ঘ্য, তাপমাত্রা কোথায় পরিমাপ করা হচ্ছে, এগুলো মুখ্য বিষয়। এ ছাড়াও আরও কিছু বিষয় আছে। যেমন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ। এক কথায় বললে, পৃথিবীতে কী পরিমাণ সূর্যের আলো আসে, পৃথিবী এর কতটা প্রতিফলিত করে মহাকাশে পাঠিয়ে দেয়, উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসের পরিমাণ ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর তাপমাত্রা বা গড় তাপমাত্রা। বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল স্থান পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার মালভূমি। সেখানকার গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবী প্রতি ২৪ ঘন্টায় একবার নিজ অক্ষের ওপর ঘুরে আসে। তাই এর নির্দিষ্ট কোনো অংশ সব সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকতে পারে না। ফলে দিনে তাপমাত্রা বেশি হয়, রাতে কমে যায়। তবে সব অঞ্চলে এই কমা-বাড়ার পরিমাপ সমান হয় না। কারণ, পৃথিবী সূর্যের বিষুব রেখার দিকে প্রায় ২৩ ডিগ্রি কোণে ঝুঁকে থাকে। ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে দেখা যায়, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে ঝুঁকে আছে। তখন সে অঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়ে। একই সময় পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধ থাকে ঠিক বিপরীত পাশে। ফলে সে অঞ্চলে শীতকাল হয়। পৃথিবীর প্রতিটি অঞ্চলে অবশ্য ঋতু এভাবে বদলায় না। নিরক্ষীয় অঞ্চলে তাপমাত্রা গড়ে বেশিই থাকে। তাই এই অঞ্চলে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের মতো ঠান্ডা ও গরম ঋতু দেখা যায় না। কারণ নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যের আলোর পরিমাণ খুব কম পরিবর্তিত হয়। তবে বর্ষাকালে কিছুটা পরিবর্তন আসে তাপমাত্রায়। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার তথ্যমতে, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগেই বলেছি, এটা স্থির নয়। যেমন, পৃথিবীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ইরানের লুট মরুভূমিতে, ৭০ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০০৩ থেকে ২০০৯ সালে নাসার আর্থ অবজারভেটরির বিজ্ঞানীদের পরিচালিত একটি জরিপে এ তথ্য পাওয়া গেছে। জরিপ করা সাত বছরের মধ্যে পাঁচ বছরই লুট মরুভূমি ছিল পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান। আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, এ পর্যন্ত ২০২৩ সাল ছিল গড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণতম বছর। আবার বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে শীতল স্থান পূর্ব অ্যান্টার্কটিকার মালভূমি। সেখানকার গড় তাপমাত্রা মাইনাস ৯৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে স্যাটেলাইটের তথ্যমতে, সেখানকার তাপমাত্রা কমে মাইনাস ৯৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসেও পৌঁছেছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি বাড়লেও মানুষের চরম বিপদ হতে পারে। চরমাবস্থা হতে পারে আবহাওয়ার। এক ডিগ্রি তাপমাত্রা শুনে কম মনে হতে পারে এমনিতে। কিন্তু মানুষ বা পৃথিবীর প্রাণের জন্য এটা ভয়াবহ বিষয়। নাসার তথ্যমতে, শেষ বরফ যুগে উত্তর আমেরিকা প্রায় ৩ হাজার ফুট বরফের নিচে ছিল। তখন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ছিল এখনকার চেয়ে মাত্র ৫ থেকে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, গড় তাপমাত্রা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে বা কমলে কী প্রচণ্ড পরিবর্তন আসে জলবায়ুতে। সে জন্যই তাপমাত্রার এ ধরনের পরিবর্তন আমাদের জন্য আশঙ্কাজনক।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার ত্রয়োদশ বিধানসভার অষ্টম অধিবেশনের প্রথম দিনে বক্তব্য পেশ করেন বিধায়িকা কল্যাণি রায়।

মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার: শিল্পমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মধ্য প্রদেশের ধার জেলা থেকে "সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার" কর্মসূচির সূচনা করেন। এই উপলক্ষ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলায়ও এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা। ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত হয় জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে যে "সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার" কর্মসূচির সূচনা হয় তাও সরাসরি সম্প্রচার করা হয় উত্তর ত্রিপুরা জেলার অনুষ্ঠানে। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় স্বাস্থ্য শিবির। শিবিরে নারীদের বিনামূল্যে বিভিন্ন রোগ নির্ণয় পরীক্ষা করা হয় ও পরামর্শ দেওয়া হয়। বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করা হয়। জেলাভিত্তিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শিল্পমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নারীদের সুস্থ রাখার জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির সূচনা করেন।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের রাজ্যের গ্রাম, পাহাড়, শহরের নারীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবিরে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারবেন, বিনামূল্যে চিকিৎসাও করাতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার মহিলাদের উন্নয়নে, তাদের ক্ষমতায়ণে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। স্বসহায়ক দল হোক বা অন্য কোন প্রকল্প মহিলাদের কিভাবে আত্মনির্ভর করে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করছে বর্তমান সরকার।

তিনি বলেন, মহিলাদের আত্মনির্ভর করার মধ্য দিয়েই আত্মনির্ভর রাজ্য তথা আত্মনির্ভর দেশ গড়ে উঠবে। গড়ে উঠবে বিকশিত ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের রাজ্যেও এর রূপরেখা তৈরী করে কাজ করা হচ্ছে। এর জন্য ভোকাল ফর লোকাল পলিসি গ্রহণ করতে হবে। দেশীয় পণ্যকে গুরুত্ব দিতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ বলেন, "সুস্থ নারী, সশক্ত পরিবার" কর্মসূচির মাধ্যমে নারীরা খুবই উপকৃত হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক যাদবলাল দেবনাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নারীদের ক্ষমতায়ণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি ভবতোষ দাস, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, জেলাশাসক চাঁদনী চন্দ্রন, সিএমও ডা. দীপক চন্দ্র হালদার, সমাজসেবী কাজল কুমার দাস, জিলা পরিষদের সদস্য জয়জিৎ শর্মা প্রমুখ।

রাজ্যে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনকে কেন্দ্র করে আজ থেকে বন দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি (সেবা পর্ব) শুরু হয়েছে। চলবে আগামী ২ অক্টোবর জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পর্যন্ত। আজ গান্ধীগ্রামস্থিত ফরেস্ট কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানে একটি বকুল গাছের চারা রোপণ করে এই কর্মসূচির সূচনা করেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়া এই কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে বকুল গাছের চারা রোপণ করেন বিধায়ক নয়ন সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপক কুমার সিনহা, পূর্ব গান্ধীগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জানকি বিশ্বাস, বন দপ্তরের পি.সিসিএফ (পি অ্যান্ড ডি) প্রবীণ আগরওয়াল, পি.সি.সি.এফ. চৈতন্য মূর্তি, কনজারভেটর অব ফরেস্ট এইচ. রেডি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, দেশের জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণের বিষয়ে সচেতনতা আনার লক্ষ্যে গত বছর থেকে দেশে এক পেড় মা কে নাম কর্মসূচি শুরু হয়েছে। সেবা পর্বে এবছর সারা দেশে ১২৫ কোটি বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে আগামী ২ অক্টোবর পর্যন্ত সারা রাজ্যে ৫০ হাজার চারাগাছ রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে এবছরের ২৫ জুন এক পেড় মা কে নাম প্রকল্পে সারা রাজ্যে ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৮৮টি বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ রোপণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের জন্য এক নিবেদিত প্রাণ। তিনি দেশকে বিভিন্ন সেক্টরে দূরদর্শিতার সাথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আমাদের রাজ্যও তাঁর নির্দেশিত পথে এগিয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টায় রাজ্যের ৮ জেলায় একই সময়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে। এরমধ্যে ২৫ সেপ্টেম্বর পশ্চিম জেলার মান্দাই রেঞ্জে কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, খোয়াই জেলার তুলাশিখর রেঞ্জে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক তথা বিধায়ক কল্যাণী সাহা রায়, ধলাই জেলার আমবাসা রেঞ্জে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, উত্তর জেলার পানিসাগর রেঞ্জে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট রেঞ্জে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস, এই জেলার পেঁচারথল রেঞ্জে শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, গোমতী জেলার উদয়পুরে রেঞ্জে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, সিপাহীজলার মেলাঘর রেঞ্জে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন এবং দক্ষিণ জেলার সাতচাঁদ রেঞ্জে সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। এছাড়া উদয়পুর, খোয়াই, আগরতলা পুরনিগম প্রভৃতি নগর শাসিত এলাকায় এই জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হবে। এছাড়া বিভিন্ন দপ্তরও এই কর্মসূচি রূপায়ণ করবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের উদ্যোগে এবং বন দপ্তরের সহযোগিতায় এই জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

দুর্গা চৌমুহনী বাজারে ব্যবসায়ী সমিতির মেয়াদ শেষ, নির্বাচন না হওয়ায় চরম অসন্তোষ

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দুর্গা চৌমুহনী বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির মেয়াদ ২০২৫ সালের মার্চ মাসেই শেষ হয়ে গেছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি তিন বছর অন্তর নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও, নির্ধারিত সময়ে তা হয়নি। এমনকি অস্থায়ীভাবে নতুন কোনো কমিটিও গঠিত হয়নি।

ফলে বাজারে তৈরি হয়েছে এক ধরনের প্রশাসনিক শূন্যতা। এরই মধ্যে অভিযোগ উঠেছে, পূর্বতন কমিটির দুই সদস্য এখনো নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে চলেছেন। ব্যবসায়ীদের দাবি, ওই দুই ব্যক্তি বাজারের মূর্তবিক্রেতা এবং তাঁরা তোলাবাজি করেন প্রতিনিয়ত।

মাছ ও মাংস ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে 'জল দেওয়া' ও 'সাফাই বাবদ' নিয়মিত অর্থ আদায় করছেন।

অথচ বেশিরভাগ দিনই বাজারে পর্যাপ্ত জল সরবরাহ থাকে না, সাফাই ব্যবস্থাও একেবারে অকার্যকর।

সবচেয়ে সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন বাজারের ৮-১০ জন মহিলা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁদের জন্য নেই কোনো নির্দিষ্ট শৌচাগার। যে কয়েকটি শৌচাগার আছে, সেগুলোও দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে প্রতিদিনই তাঁদের অসহনীয় পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে।

এই অবস্থায় ক্ষোভে ফুঁসছেন বাজারের সাধারণ ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে নির্বাচন আয়োজন করে একটি স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক ব্যবসায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। পাশাপাশি বাজারে জল, সাফাই ও শৌচাগারের মতো ন্যূনতম পরিকাঠামোর উন্নয়নও জরুরি।

ব্যবসায়ীরা এখন আশায় রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা বর্তমান মেয়রের হস্তক্ষেপের। তাঁদের প্রত্যাশা, প্রশাসনের সক্রিয় পদক্ষেপেই অবসান ঘটবে এই অনিশ্চয়তার।

মেঘালয়: বনভূমি দখল করে গড়ে উঠেছে ইউএসটিএম, সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির রিপোর্টে ১৫০.৩৫ কোটি জরিমানার সুপারিশ

শিলং, ১৯ সেপ্টেম্বর: মেঘালয়ের রি-ভোই জেলায় অবস্থিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় মেঘালয় (ইউএসটিএম) প্রায় ২৫ হেক্টর বনভূমি বেআইনিভাবে দখল করে নির্মাণ করা হয়েছে, এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটির রিপোর্টে। কমিটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ১৫০.৩৫ কোটি টাকার জরিমানা আরোপের সুপারিশ করেছে।

মেঘালয়ের রি-ভোই জেলায় অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মেঘালয় (ইউএসটিএম)- এর বিরুদ্ধে গুরুতর পরিবেশ বিধ্বংসী অভিযোগ তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সেন্ট্রাল এমপাওয়ার্ড কমিটি। তাদের রিপোর্টে উঠে এসেছে, প্রায় ২৫ হেক্টর বনভূমি দখল করে বিশ্ববিদ্যালয়টি গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩.৬২ হেক্টরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ইতিমধ্যেই নির্মিত হয়েছে এবং আরও ৭.৬৪ হেক্টর জমিতে মেডিকেল কলেজ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই জমিগুলি সবই সংরক্ষিত বনভূমি, অথচ কোনও বন দপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই নির্মাণ কাজ চালানো হয়েছে। শুক্ল সুপারিশ করেছে, এক বছরের মধ্যে এই দখল করা জমি বনভূমি হিসেবে পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং জরিমানার টাকা ব্যবহার করে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলে সেখানে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করতে হবে।

কমিটি তাদের পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, সাইটটিতে ব্যাপক ও বেপরোয়া পরিবেশ ধ্বংস ঘটেছে। ফলে, পরিবেশগত প্রভাব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়ন শেষ না হওয়া পর্যন্ত রি-ভোই জেলায় সব ধরনের খনন, পাথর ভাঙা এবং কোয়ারি কার্যক্রম স্থগিত রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৪ সালে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দাবি করেছিলেন যে, ইউএসটিএম-এর বেআইনি নির্মাণই গুয়াহাটিতে আকস্মিক বন্যার অন্যতম কারণ। যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগ অস্বীকার করে, পরিবেশবিদরা মনে করছেন, সিইসি-এর রিপোর্ট সেই দাবিরই পরোক্ষ সমর্থন দেয়।

রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে গর্বের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ইউএসটিএম-কে কেন্দ্র করে এমন একটি পরিবেশবিধ্বংসী প্রতিবেদন প্রকাশ্যে আসায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ১৫০.৩৫ কোটি টাকার জরিমানা ও নির্মাণ ভাঙার সুপারিশ ঘিরে ভবিষ্যতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সে দিকে এখন তাকিয়ে গোটা দেশ। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বার্তা স্পষ্ট পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নে আর কোনও আপস নয়।

গৌতম দত্তের ৪৬তম শহীদান দিবস পালিত

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ মেলারমাঠ ছাত্র-যুব ভবনে কমরেড গৌতম দত্তের ৪৬তম শহীদান দিবস পালিত হয়েছে। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব বলেন, ১৯৭৭ সালে রাজ্যে তরুণ বিধায়ক হয়েছিলেন কমরেড গৌতম দত্ত। আজ তাঁর ৪৬তম শহীদান দিবস। ১৯৮০ সালে বিশালগড়ে ঘাতক বাহিনীর হাতে আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন সে। ওই সময় জাতি উপজাতির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে ফাটল ধরে এবং ৮০ সালের দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে নিরীহ মানুষদের পাশে দাঁড়ায়েছিল বাম ছাত্র যুব সংগঠনের নেতৃত্বরা।

সর্প দংশনে গুরুতর জখম এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: সর্প দংশনে গুরুতর জখম হয়ে এক ব্যক্তি বর্তমানে কমলপুর বিমল সিংহা মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বুধবার রাত নয়টা নাগাদ বিশ্বকর্মা পূজার নিমন্ত্রণে যাওয়ার পথে সাপে কামড় দিল প্রদীপ দাস (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে। তার বাড়ি মানিক ভান্ডার সংলগ্ন ২ নম্বর কলাছড়ি গ্রামে বর্তমানে সে গুরুতর অবস্থায় বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। ঘটনার বিবরন দিয়ে তার প্রতিবেশী জানায়, বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষ্যে কাটালুতমা গ্রামে এক পরিচিত বাড়িতে যায় নিমন্ত্রণ খেতে। জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় সাপে কামড় দেয়। প্রচন্ড যন্ত্রনা নিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। সাথে থাকা প্রতিবেশী তার বন্ধু তড়িঘড়ি করে বিমল সিংহ মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে আসে।

দেশি মদের কারখানায় হানা বিশালগড় পুলিশের

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর : দেশি চুলাই মদের রমরমা কারখানায় বিশালগড় থানার পুলিশের হানা দিয়েছে। পুলিশ এই দুই বাড়ি থেকে মোট ১৭০ লিটার দেশি চোলাই মদ সহ মদ তৈরীর বিভিন্ন সরঞ্জাম ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়।

ঘটনার জানা গিয়েছে, বিশালগড় থানার অন্তর্গত পূর্ব চাম্পামুরা এলাকার গৌরাঙ্গ শীল এবং চন্দনা দেববর্মার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে দেশি চুলাই মদ তৈরি করে এবং তা এলাকার যুবকদের হাতে তুলে দিয়ে এলাকার পরিবেশ নষ্ট করছে। অবশেষে বুধবার দুপুরে বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসের কাছে এই মদের কারখানার গোপন খবর যায়। পরে বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসের নির্দেশে থানার সাব ইন্সপেক্টর রামমোহন দেববর্মা এবং এসিস্টেন্ট সাব ইন্সপেক্টর অরুণ দেববর্মার নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও টি এস আর বাহিনী ওই এলাকার গৌরাঙ্গ শীল এবং চন্দনা দেববর্মার বাড়িতে হানা দেয়। পুলিশ এই দুই বাড়ি থেকে মোট ১৭০ লিটার দেশি চোলাই মদ সহ মদ তৈরীর বিভিন্ন সরঞ্জাম ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়। এদিন দেখা গেছে চন্দনা দেববর্মা পুলিশের সাথে তর্কে জড়িয়ে পড়ে এডিসি এলাকায় মদ তৈরি করছে সেখানে না গিয়ে কেন উনার বাড়িতে পুলিশ অভিযানে আসলো। পুলিশও চন্দনা দেববর্মাকে জবাব দেয় যে তাদের বাড়িতে তৈরি করা মদ খেয়ে এলাকার যুব সমাজ নষ্ট হচ্ছে। এদিন এই মতবিরোধী অভিযানে আসা সাব-ইন্সপেক্টর রামমোহন দেববর্মা সাংবাদিকদের জানিয়েছেন চন্দনা দেববর্মা এবং গৌরাঙ্গ শীলের বিরুদ্ধে পুলিশ ত্রিপুরা এক্সাইজ আইনে একটি মামলা গ্রহণ করবে। পুলিশ আরো জানিয়েছেন বিশালগড় থানার পুলিশ প্রায়ই এই ধরনের নেশা বিরোধী অভিযান করে আসছে এবং আগামী দিনেও তাদের এই অভিযান জারি থাকবে।

চুরির ঘটনায় অতিষ্ঠ জনগণ, নিরাপত্তার দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: চুরির ঘটনা বন্ধ নেই গোটা রাজ্যব্যাপী। প্রতিদিনই কোন না কোন জায়গায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। এবার নিরাপত্তার দাবিতে পুলিশের দ্বারস্থ হল এলাকার জনগণ। ঘটনা উদয়পুর পূর্ব গোকুলপুর এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, উদয়পুর পূর্ব গোকুলপুর এলাকায় প্রতিদিনই কোন না কোন জায়গায় চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। ঘরের তালা ভেঙে রাবার সিট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকাবাসীরা সন্দেহজনকভাবে দেবাশীষ দাস নামে এক যুবককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে। অভিযোগ, ওই যুবক নেশায় আসক্ত থাকে। নেশার কবলে পড়ে এলাকার বিভিন্ন বাড়িতে চুরির ঘটনা সংঘটিত করছে।

AGARATAL MUNICIPAL CORPORATION,
AGARTALA : TRIPURA
Notice inviting e-tender.

PNIe-T- No: 12/EE/DIV-I/AMC/2025-26 **Dated:- 17/09/2025**

The Executive Engineer, Division No-I, AMC on behalf of Hon'ble Mayor, AMC invites online percentage rate bids, on open bidding format for the following works:-

Sl No.	DNIET No	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	D.N.I.E.T No. 32/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 12,02,954/-	Rs. 24,059/-	60 (Sixty) days
2	D.N.I.E.T No. 21/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 43,39,979/-	Rs. 86,800/-	120 (One hundred twenty) days
3	D.N.I.E.T No. 11/EE/DIV-I/AMC/2025-26	Rs. 16,25,908/-	Rs. 32,518/-	60 (Sixty) days

1. Last date and time for document downloading / bidding: **26-09-2025 at 14.00 Hrs / 15.00 Hrs**
2. Time and date of opening of bid: **26-09-2025 at 16.00 Hrs (if possible)**
3. Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- (Er. Sujay Chaudhury)
Executive Engineer,
PW Division- I,
Agartala Municipal Corporation.

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
AGARTALA

PNIe-T-No: 08/Div-II/AMC/2025-26 Dated:- 15-09-25

Sl. No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No. 52/Div-II/AMC/2025-26	Rs.26,36,816.00	Rs.52,736.00	120 days
2	DNIeT No. 53/Div-II/AMC/2025-26	Rs.10,16,407.00	Rs.20,328.00	90 days
3	DNIeT No. 54/Div-II/AMC/2025-26	Rs.9,00,064.00	Rs.18,001.00	90 days
4	DNIeT No. 55/Div-II/AMC/2025-26	Rs.6,60,145.00	Rs.13,203.00	60 days
5	DNIeT No. 56/Div-II/AMC/2025-26	Rs.12,45,468.00	Rs.24,909.00	120 days
6	DNIeT No. 57/Div-II/AMC/2025-26	Rs.24,74,644.00	Rs.49,493.00	120 days
7	DNIeT No. 58/Div-II/AMC/2025-26	Rs.4,84,965.00	Rs.9,699.00	60 days
8	DNIeT No. 59/Div-II/AMC/2025-26	Rs.7,69,012.00	Rs.15,380.00	120 days

Last date and time for document downloading/bidding: **26-09-2025 at 14.00 Hrs /15.00 Hrs.**
Other necessary details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and other details can be obtained from website **https://tripuratenders.gov.in**

Sd/- Illegible
Executive Engineer,
Division No-II,
Agartala Municipal Corporation

সন্ধান চাই

Ref- RK Pur, Women PS Chase No. 2025WRP020 dated-25.06.2025 U/S- 87 of BNS

পাশের ছবিটি অপহৃত একটি মেয়ের। যার নাম মিস অর্পিতা দে (১৬), পিতা- শ্রী নারায়ণ দে সাং- "গাকুলপুর আর এক টিলা,, থানা- রাধাকিশোরপুর, জিলা- গোমতী ত্রিপুরা, যার উচ্চতা ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি, গায়ের রং ফর্সা, পরনে হলুদ রং এর সালোয়ার কামিজ। উক্ত মেয়েটি গত ইং ২১-০৫-২০২৫ বিকাল ৫টা নাগাদ সময়ে অপহৃত হইয়া যায় এবং অদ্যাবধি উক্ত অপহৃতা মেয়েটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

উপরে উল্লেখিত মেয়েটির কাহারো কোন তথ্য জানা থাকলে বা আত্মীয়-স্বজন থাকলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল

১) এসপি (ডিআইবি) গোমতী ৯০৮৯৪০৮৩১০য় ৯৮০২১১৯৬১৩

২) ওসি আর কে পুর মহিলা থানা - ৮৪১৬০১৯০১৩ / ৬০৩৩২৩৭৫৫০

ICA/D-996/25

পুলিশ সুপার
গোমতী ত্রিপুরা

PNIe-T No:- 18/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26
e-Tender in Single bid system are invited for the following works :-

Sl. No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Deadline for online bidding	Website for online bidding	Time & date of opening of online bid
1	2	3	4	5	6	7
1	DNIeT No. : 71/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 14,50,045.00	₹ 29,001.00	Upto 3.00 P.M on 23.09.2025	https://tripuratenders.gov.in	At 3.30 P.M On 23.09.2025 if possible
2	DNIeT No. : 72/EE/DWS/DIVN/SBM/2025-26	₹ 16,34,050.00	₹ 32,681.00			

All details can be seen in the office of the undersigned.
NB: The detailed press notice & bid documents for the work or https://etenders.gov.in/eprocure/app can be seen website www.tripuratenders.gov.in on https://eprocure.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in For any query please contact to office of the undersigned during office hours/eedwssbm@gmail.com
ICA/C/ 2359/25

(For and on behalf of Governor of Tripura)
(Er. R. D Barma)
Executive Engineer DWS Division,
Sabroom South Tripura District

Government of Tripura
STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING (SCERT), TRIPURA
Abhoynagar, Agartala, Tripura West
No.F.4(4-55)/SCERT/Admission/D.El.Ed/2025/897 Date: 19.../09/2025

NOTIFICATION

This is for information of all concerned that 3rd phase of allotment of seats for admission to the Pre- Service 02-Year D.El.Ed. Course for the academic session 2025-2027 against 05 (five) nos. vacant seats from the waiting list (already uploaded in the www.scertonline.tripura.gov.in) against Scheduled Tribe (ST) & Scheduled Caste (SC) category, available in the following Govt. Teacher Education Institutions (TEIS) will be held in the concerned DIETS through physical mode / face to face mode as detailed below:

1. DIET, Kamalpur, Dhalai - 04 Nos. ST
2. DIET, Kailashahar, Unakoti

Date	Name of the DIET & Venue	Merit Rank as per Common Merit List	Reporting Time	Counselling Time	Counselling for allocation of seats
22.09.2025	DIET, Kailashahar	Merit rank 1290-1359 (SC candidates)	10:01 am to 11:00 am	11:01 am to 01:00 pm	01 nos. vacant seat under Scheduled Cast (SC) category
23.09.2025	DIET, Kamalpur	Merit Rank 3276-3730 (ST candidates)	10:01 am to 11:00 am	11:01 am to 01:00 pm	04 vacant seat under Scheduled Tribe (ST) category

ICA/D-992/25

Addl. Director
SCERT, Tripura

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 19/EE/WRD-II/2025-2026, Dated 16-09-2025.

Sl No	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIT No: 50/EE/WRD-II/ 2025 -26	Rs. 17,84,116.00	Rs. 35,682.00	180 (One hundred eighty) days	Rs.1,000.00

Last Date of bidding for bids 23-09-2025 upto 15.00 Hrs. Opening of Bid on 23-09-2025 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 2361/25

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
Visvesvaraya Complex, Kunjaban, Agartala

কাজের সন্ধান

টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে পি এ পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (পি এ)পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ (কম্পিউটার ও শর্টহ্যান্ড জানা) (মাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য), নম্বরের ক্ষেত্রে কিছুটা বাধ্যবাধকতা রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — সাধারণ প্রশাসনে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-টু (পিএ-টু) পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা, টাইপ টেস্ট, শর্ট-হ্যান্ড টেস্ট ও মূল লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ৮ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং-২৫/২০২৫। এবারও প্রার্থী বাছাই হবে ত্রি-স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রিলিমিনারি (বাছাই) পরীক্ষা, ১০০ নম্বরের। এতে সফল হলে টাইপ টেস্ট ও স্টেনোগ্রাফি টেস্টে বসার সুযোগ পাবেন। দুটি বিষয়ে যথাক্রমে ১০০ ও ২০০ নম্বরের হিসেবে মোট ৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় সফল হলে পরে ডাকা হবে মূল লিখিত পরীক্ষার জন্য। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কারিগরি যোগ্যতা থাকলে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত, বিপিএল কার্ডধারী ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা।

এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য, আবশ্যকীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা, সিলেবাস, নম্বর বিন্যাস পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২৩ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ সময় ২৩ সেপ্টেম্বর, বিকেল সাড়ে ৫টা। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ও য়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেটে ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে বিস্তারিত দেখে নেবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২৫/২০২৫ তারিখ ০৮-০৮-২০২৫। শূণ্যপদগুলি হল — ক্রমিকনং ০১ ঃ পদের নাম - পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড-টু (পিএ-টু) ঃ শূন্যপদ ১০০টি। এর মধ্যে ৪২টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। এর থেকে ১৪টি পদ মহিলা প্রার্থী অবং ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ১২টি পদ তফশিলি জাতিভুক্ত (এসসি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর থেকে ৪টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। একইভাবে ৪৬টি পদ তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি) প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এর থেকে ১৬টি পদ মহিলা প্রার্থী অবং ১টি পদ এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সামগ্রিক হিসেবে অর্থাৎ মোট ১০০টি পদের মধ্যে ৪টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।

পদগুলো গ্রুপ - 'সি', নন্-গেজেটেড এবং জিএ (পিএন্ডটি) দপ্তরের অধীনে। দপ্তরের প্রয়োজনে শূন্যপদের সংখ্যা বাড়তেও পারে। মাইনে ঃ পে মেট্রিক্স লেভেল-৯ অনুযায়ী ৫,৭০০ - ২৪,০০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে রয়েছে ২৮০০ টাকা। সব ক'টি পদের ক্ষেত্রেই বয়স ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০ বছর। তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত/ শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি চাকুরিরত প্রার্থীদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুসারে বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় ৫ বছরের যথারীতি ছাড় রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ (১) যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদ থেকে যে-কোনও বিষয়ে অন্ততপক্ষে ৩৫ শতাংশ নম্বর উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ হতে হবে। ৩৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশের পর আইটিআই থেকে স্টেনোগ্রাফি কোর্সে পাশ করা সার্টিফিকেট থাকলেও আবেদন করতে পারেন। (২) কম্পিউটার চালানোর জ্ঞান থাকতে হবে এবং সরকারি বা সরকার অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত পক্ষে তিন মাসের কম্পিউটার কোর্স করার সার্টিফিকেট থাকতে হবে। (৩) কম্পিউটারে প্রতি মিনিটে অন্ততপক্ষে ৪০টি ইংরেজি শব্দ টাইপ করা এবং প্রতি মিনিটে অন্ততপক্ষে ১০০টি শব্দ শর্টহ্যান্ড করার দক্ষতা থাকতে হবে। (৪) তফশিলি জাতি/ উপজাতিভুক্ত/ শারীরিক প্রতিবন্ধী/ এক্স-সার্ভিসম্যান প্রার্থীদের জন্য নম্বরের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ ছাড় রয়েছে। প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। উল্লেখ্য, অনলাইনে দরখাস্ত পূরণের সময় সম্পূর্ণ বিজ্ঞপ্তি পড়ে নেবেন।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তর, নিগম ও কর্পোরেট সেক্টরে **পিওন, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ব্লক কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্ত সাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* জীবন বীমা সংস্থায় **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৯২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক দপ্তরের অধীনে **পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা পি.এ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ (কম্পিউটার ও শর্টহ্যান্ড জানা) (মাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* বিএসএফ-এ **হেড কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃত প্রার্থীদের পিএসটি ও কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫১৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* অয়েল ইন্ডিয়ায় **সিনিয়র অফিসার, হিন্দি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১০২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি বা পিজি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ বা মাস্টার্স পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ নভেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১১৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর, ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট অথরিটিতে **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর, ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* আই বি-তে **সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মোটর ট্র্যান্সপোর্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স (এল.এম.বি) থাকতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ড্রাইভিং টেস্ট ইত্যাদির কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৮৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তর ও মিশনে **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনোলজি ম্যানেজার, ড্রাইভার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কুক, এম.পি.ডব্লিও ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় **অফিসার গ্রেড-বি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৮ অক্টোবরে, তবে কেন্দ্র সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ২৫-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **পিওন, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অফিসার, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, ব্লক কো-অর্ডিনেটর ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১১২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনুর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (বীমা সংস্থা),**
শূন্যপদ ঃ ১৯২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা পি.এ (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক অথবা ডিপ্লোমা পাশ (কম্পিউটার ও শর্টহ্যান্ড জানা) (মাধ্যমিকের পর নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশ হলেও আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর,
পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **হেড কনস্টেবল (বিএসএফ),**
শূন্যপদ ঃ ১১২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃত প্রার্থীদের পিএসটি ও কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫১৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র অফিসার, হিন্দি অফিসার (অয়েল ইন্ডিয়া),**
শূন্যপদ ঃ ১০২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি বা পিজি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ বা মাস্টার্স পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১ নভেম্বর, কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১১৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্ত জমার শেষ তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর,
ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **জুনিয়র এক্সিকিউটিভ (এয়ারপোর্ট অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৯৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমসিএ পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ সেপ্টেম্বর,
ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিকিউরিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মোটর ট্র্যান্সপোর্ট (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স (এল.এম.বি) থাকতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ড্রাইভিং টেস্ট ইত্যাদির কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২৮৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনোলজি ম্যানেজার, ড্রাইভার, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার, কুক, এম.পি.ডব্লিও ইত্যাদি (ত্রিপুরা),**
শূন্যপদ ঃ ১৪৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ থেকে ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ এঁদের ওয়েবসাইটে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার গ্রেড-বি (আর.বি.আই),**
শূন্যপদ ঃ ১২০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৮ অক্টোবরে, তবে কেন্দ্র সহ নির্দিষ্ট দিনক্ষণ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৫০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, অধিক নম্বরে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ২৫-৪২ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

রেলে চাকরির লক্ষ্যে ৩৫১৮ এপ্রেন্টিস অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১২ হাজার হলেও দক্ষিণ রেলওয়েতে ৩৫১৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা পূর্ব রেল বা দক্ষিণ রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো —

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন দক্ষিণ রেলের জন্য ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১২ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ২৫-০৯-২০২৫-এর হিসেবে অনূর্ধ্ব ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -সিপিবি/ পি.১/ ৯৮/ এক্ট/ টিপি/ ভলিউম.-২১। তারিখ ২৫ আগস্ট, ২০২৫। ডিভিশন ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — ফ্রেশার ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে এ) ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়ার্কস, পেরাম্বুর-এর জন্য ক্রমিক নং (১)ঃ ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মোট ১টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২)ঃ ওয়েল্ডার ট্রেডে মোট আসন ২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মোট ১টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩)ঃ পেইন্টার ট্রেডে মোট আসন ২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মোট ১টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। বি) সিগন্যাল এন্ড কমিওনিকেশন ওয়ার্কশপ/ পোদানুর, কোয়েম্বাটুর-এর জন্য ক্রমিক নং (১)ঃ ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১০টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। মোট ১টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। সি) রেলওয়ে হসপিটাল/ পেরাম্বুর মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি টেকনেশিয়ান ট্রেডে মোট আসন ২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১১টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। এক্স-আইটিআই ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে এ) ক্যারেজ এন্ড ওয়াগন ওয়ার্কস, পেরাম্বুর-এর জন্য ক্রমিক নং (১)ঃ ফিটার ট্রেডে মোট আসন ১২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৮টি, ওবিসি'র জন্য ৩৩টি, এসসি'র জন্য ১৮টি, এসটি'র জন্য ৯টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১২টি আসন সংরক্ষিত। মোট ৪টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (২)ঃ ওয়েল্ডার ট্রেডে মোট আসন ১০০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৪০টি, ওবিসি'র জন্য ২৭টি, এসসি'র জন্য ১৫টি, এসটি'র জন্য ৮টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। মোট ৪টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (৩)ঃ পেইন্টার ট্রেডে মোট আসন ২০টির মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি, ওবিসি'র জন্য ৬টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ১টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মোট ১টি আসন শারীরিক ভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য ক্লাস্টারের ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার আরও বিস্তারিত বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। ক্লাস্টার, ডিভিশন, ক্যাটেগরি ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিস্তারিত বিভাজন দেখার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরেও তা জেনে নিতে পারেন।

অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে বিএসএফ-এ হেড-কনস্টেবল

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে হেড কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১১২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, নির্দিষ্ট বিষয়ে আইটিআই পাশও হতে হবে। বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর। র‍্যালী, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা ও কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। তবে আগরতলা সহ বিভিন্ন শহরে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত খবর হলো, হেড কনস্টেবল (রেডিও অপারেটর) এবং হেড কনস্টেবল (রেডিও মেকানিক) পদে ১১২১ জন নিয়োগ করবে বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুণ-তরুণী প্রার্থীরাই আবেদনের যোগ্য। মোট শূন্যপদ ১১২১টি'র মধ্যে হেড কনস্টেবল (রেডিও অপারেটর) ৯১০টি এবং হেড কনস্টেবল (রেডিও মেকানিক) পদে ২১১টি। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতি (এসসি), তফশিলি উপজাতিভুক্ত (এসটি), ওবিসি এবং ইডব্লিও এস প্রার্থীর জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত পদও রয়েছে প্রচুর। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরের প্রয়োজনে বাড়তেও পারে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। তবে শূন্যপদের বিভাজনের নিরিখে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন।

প্রতি ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। সঙ্গে আবশ্যিক যোগ্যতা হিসেবে শর্টহ্যান্ড বা স্টেনোগ্রাফি জানা এবং কম্পিউটারে টাইপিং দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। আবশ্যিক যোগ্যতা না থাকলেও আবেদন করা যাবে, তবে সময়ে তা দক্ষতার সহিত শিখে নিতে হবে। বয়স হতে হবে ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিত ক্ষেত্রে তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে সিপিসি অনুযায়ী লেভেল ৪-এর ভিত্তিতে হেড কনস্টেবল (রেডিও অপারেটর) এবং হেড কনস্টেবল (রেডিও মেকানিক) পদের জন্য লেভেল ৪ অনুযায়ী ২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৮ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি)। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৭১ ও ৭৬ সেমি)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি। বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৭৩ ও ৭৮ সেমি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ সেমি)। ত্রিপুরার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৫ সেমি। ওজন হতে হবে বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে অন্তত ৬/৬ ও ৬/৯। চশমা থাকলে চলবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২৩ সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে। অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশী পের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

প্রার্থিবাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, প্রাথমিকভাবে নথিপত্র যাচাই, শারীরিক মাপজোক, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, স্কিল ট্রেড টেষ্ট ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে সাড়ে ৬ মিনিটে ১.৬ কিমি দৌড়, ১১ ফিট লং জাম্প এবং ৩.৫ ফিট হাই জাম্প। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়, ৯ ফিট লংজাম্প, ৩ ফিট হাই জাম্প। এছাড়াও, এবিষয়ে আরও জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখে নিতে পারেন অথবা কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসে যোগাযোগ করে নিতে পারেন।

শুক্রবার আগরতলায় ত্রিপুরা ক্যামিস্ট এন্ড ড্রাগিস্টের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

আসাম: ২৫০ কোটির ট্রেডিংএফএক্স কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত রঞ্জিত কাকতির জামিন বাতিল করল সুপ্রিম কোর্ট

গুয়াহাটি/নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: আসামের ডিব্রুগড়ে আলোড়ন ফেলে দেওয়া ২৫০ কোটির ট্রেডিংএফএক্স কেলেঙ্কারির মামলার মূল অভিযুক্ত রঞ্জিত কাকতি-র জামিন বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ে গুয়াহাটি হাই কোর্টের নভেম্বর ২০২৪ সালের আদেশকে খারিজ করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।

সুপ্রিম কোর্ট সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন এর দায়ের করা স্পেশাল লিভ পিটিশনের ভিত্তিতে আসামের ডিব্রুগড়ে ঘটে যাওয়া ২৫০ কোটির ট্রেডিংএফএক্স কেলেঙ্কারি মামলার মূল অভিযুক্ত রঞ্জিত কাকতির জামিন বাতিল করেছে। মামলায় সিবিআই জানিয়েছিল, কাকতিকে যে 'ডিফল্ট বেল' দেওয়া হয়েছিল তা আইনত ভুল ছিল। আদালত পর্যবেক্ষণ করে বলেছে, ইন্ডিয়ান পেনাল কোড থেকে ভারতীয় দণ্ড বিধিতে রূপান্তরের ভুল ব্যাখ্যা করেছিল হাই কোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করেছে যে আইপিসি-র ধারা ৪০৯ এর সমতুল্য ধারা বিএনএস -এ ৩১৬(৫) বিদ্যমান এবং সেই কারণে আইপিসি মোতাবেক অভিযোগের বৈধতা এখনও রয়ে গেছে। রঞ্জিত কাকতির বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি ট্রেডিংএফএক্স নামক পঞ্জি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১.৫ লাখ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ২৫০ কোটিরও বেশি অর্থ প্রতারণা করেছেন এবং ২০২৪ সালে গ্রেফতার হন।

সিবিআই অভিযোগ করেছে, নির্ধারিত ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দাখিল করে তাদের তদন্ত সম্পন্ন হয়েছে, যা আইনি নিয়ম অনুযায়ী সঠিক। তবে গুয়াহাটি হাই কোর্টের সিদ্ধান্ত ছিল আইপিসি বিলুপ্ত হওয়ার কারণে ওই ধারা আর প্রযোজ্য নয় এবং অভিযুক্ত জামিন পাওয়ার যোগ্য। সুপ্রিম কোর্ট এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সিবিআই-র পক্ষ নিয়ে রঞ্জিত কাকতির জামিন প্রত্যাহার করেছে। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে সিবিআই আসাম পুলিশের থেকে ৪২টি এফআইআর-এর তদন্তভার গ্রহণ করে এবং বহু চার্জশিট দাখিল করেছে। এই মামলায় এখনও ভুক্তভোগীদের টাকা ফেরতের দাবিতে তদন্ত চলছে। এই রায় শুধু আর্থিক প্রতারণার মামলায় নয়, বরং নতুন ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রয়োগ এবং এর ধারাবাহিকতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ট্রেডিংএফএক্স কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত রঞ্জিত কাকতির প্রতি দেশের নজর এখন আরও বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে।

আসাম: জনগোষ্ঠীর এসটি মর্যাদা ও স্বশাসনের দাবিতে তীব্র আন্দোলনের হুঁশিয়ারি অল মরান স্টুডেন্টস ইউনিয়নর

গৌহাটি, ১৯ সেপ্টেম্বর: অল মরান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ফের একবার মরান জনগোষ্ঠীর জন্য তপশিলি জনজাতি মর্যাদা ও ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী স্বশাসনের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরেছে। এক কড়া সুরের প্রেস বিবৃতিতে আমসু কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে ইচ্ছাকৃত অবহেলার অভিযোগে করেন।

সংগঠনটি স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, বহু বছর ধরেই মরান জনগোষ্ঠী তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বারবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও, আজও কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আমসু-র মতে, এই প্রতিশ্রুতিগুলি শুধু নির্বাচনী লাভের জন্য, বাস্তবে কোনো অগ্রগতি নেই।

সংগঠনের দাবি, মরানরা আসামের একটি প্রাচীন আদিবাসী গোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও, তাদের কোনো সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক নিরাপত্তা নেই। আমসু অভিযোগ করেছে, সরকার শুধুমাত্র ভোটের সময় মরানদের ব্যবহার করে, তারপর তাদের সমস্যাগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে।বর্তমানে চলমান অর্থনৈতিক অবরোধকে একটি গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ বলে উল্লেখ করেছে আমসু। সংগঠনটির মতে, সরকারের ঔদাসীন্যই এই অবরোধের জন্য দায়ী। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, জনসাধারণের দুর্ভোগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারের।

সংগঠনটি আরও অভিযোগ করেছে, কিছু রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি আন্দোলন দুর্বল করতে মিথ্যা তথ্য প্রচার করছে। এই পরিস্থিতিতে তারা রাজ্যের বুদ্ধিজীবী, সমাজকর্মী, অন্যান্য ছাত্র সংগঠন এবং আদিবাসী সংগঠনগুলিকে পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছে। আমসু স্পষ্ট জানিয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে এবং সরকার যদি এখনও উদাসীন থাকে, তবে এই আন্দোলন আরও তীব্র ও বিস্তৃত রূপ নিতে পারে।এই ইস্যুতে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রাখছে গোটা রাজ্য। মরান জনগোষ্ঠীর এই আন্দোলন আগামী দিনে আসামের রাজনৈতিক পরিবেশে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

ডিইউএসইউ নির্বাচন ২০২৫: প্রেসিডেন্ট সহ তিনটি পদ জিতে বাজিমাত এবিভিপি-র, সহ-সভাপতি পদ পেল এনএসইউআই

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডিইউএসইউ) নির্বাচনে এবছর বড় জয় পেল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সভাপতি সহ মোট তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ নিজেদের দখলে আনল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ এই ছাত্র সংগঠনটি।

সভাপতি পদে এবিভিপি প্রার্থী আর্যন মান বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন, যেখানে এনএসইউআই-র প্রার্থী জস্লিন নন্দিতা চৌধুরী বড় ব্যবধানে পরাজিত হন। সহ-সভাপতি পদে এনএসইউআই-র রাহুল ঝাঁসলা জয় পেলেও,সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদকএই দুই পদই গেছে এবিভিপির ঝুলিতে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডিইউএসইউ) নির্বাচনে এবছর বড় সাফল্য অর্জন করেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। সংগঠনটি সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদকএই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদ নিজেদের দখলে এনেছে। এবারের নির্বাচনে সভাপতি পদে এবিভিপির প্রার্থী আর্যন মান ২৮,৮৪১ ভোট পেয়ে বিপুল ব্যবধানে জয়লাভ করেন, যেখানে কংগ্রেস সমর্থিত এনএসইউআই এর প্রার্থী জস্লিন নন্দিতা চৌধুরী মাত্র ১২,৬৪৫ ভোট পান। সহ-সভাপতি পদে অবশ্য এনএসইউআই-এর রাহুল ঝাঁসলা ২৯,৩৩৯ ভোট পেয়ে এবিভিপির প্রার্থীর (২০,৫৪৭ ভোট) বিরুদ্ধে জয়ী হন। অন্যদিকে সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদক পদে এবিভিপির কুনাল চৌধুরী ও দীপিকা ঝা যথাক্রমে ২৩,৭৭৯ ও ২১,৮২৫ ভোট পেয়ে এনএসইউআই প্রার্থীদের হারান।

এবারের নির্বাচনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নারী প্রার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ। প্রায় দুই দশক পর আবারও মহিলা প্রার্থীরা ডিইউএসইউ-র শীর্ষ পদের লড়াইয়ে ছিলেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০০৮-০৯ সালের পর এই প্রথম এতটা দৃশ্যমান ছিল তাদের উপস্থিতি, যখন এবিভিপির নূপুর শর্মা সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে এনএসইউআই-এর প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জস্লিন নন্দিতা চৌধুরী, যিনি বৌদ্ধ অধ্যয়নের ছাত্রী, তাঁর প্রচারে গুরুত্ব দিয়েছেন হোস্টেল সঙ্কট, ক্যাম্পাস নিরাপত্তা এবং মাসিক ছুটির দাবির ওপর। অন্যদিকে, এসএফআই-আইসা জোটের প্রার্থী অঞ্জলি, যিনি ইন্দ্রপ্রস্থ কলেজ ফর উইমেন-এর ছাত্রী, প্রচার চালিয়েছেন লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, ফি বৃদ্ধি এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার উন্নয়নের পক্ষে।

এই নির্বাচনে মোট ২.৭৫ লক্ষেরও বেশি ছাত্রছাত্রী ভোট দেওয়ার জন্য উপযুক্ত ছিলেন। ভোটগ্রহণ হয় ৫২টি কেন্দ্রে, যেখানে মোট ১৯৫টি বুথে ৭১১টি ইভিএম ব্যবহার করা হয়। ভোটার উপস্থিতি ছিল ৩৯.৪৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার সকাল ও সন্ধ্যা দুই ভাগে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮:৩০ থেকে ১টা এবং সন্ধ্যা ৩টা থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত আটটি কলেজে ভোট চলেছে। যদিও ভোটগ্রহণ পর্বে শুরুতে ধীরগতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল, পরে তা অনেকটাই গতি পায়।

তবে এবারের ডিইউএসইউ নির্বাচন ঘিরে উঠেছে একাধিক অভিযোগবিশেষ করে হিংসা ও কারচুপির অভিযোগ সামনে এসেছে। তবুও শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে ভোট গণনা শেষ হয়েছে এবং ফলাফল ঘোষিত হয়েছে। এবিভিপির এই জয় আবারও ক্যাম্পাস রাজনীতিতে তাদের শক্ত অবস্থানকে তুলে ধরেছে। অন্যদিকে, এনএসইউআই ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর জন্য এই ফলাফল ভবিষ্যতের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণে বড় বার্তা হিসেবে ধরা হচ্ছে।

জনসমক্ষে প্রকাশ

● প্রথম পাতার পর

দেওয়া কর, দৈহিক শ্রম ও বৌদ্ধিক শ্রমেই পার্বত্য ত্রিপুরা আজ সৌন্দর্য্যময় হয়েছে। অথচ সেই ভূমিপুত্র বাঙালীদেরকেই উদ্বাস্তু ও বিদেশি তকমা দিয়ে অসম্মানিত করা হয়েছে।

দলের নেতৃবৃন্দ বামফ্রন্ট সরকার, কংগ্রেস এবং বিজেপিকেও কড়া ভাষায় আক্রমণ করে বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকার নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আদর্শের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার জন্য বিজয় রাঙ্খল নামক এক বাঙালী হত্যাকারীর সঙ্গে চুক্তি করে তিনটি সাধারণ আসনকে জনজাতি সংরক্ষিত (এসটি) আসনে রূপান্তরিত করে বাঙালীদের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এখন যদি এই নতুন ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে আবারও বাঙালীদের স্বার্থবিরোধী কিছু করা হয়, তবে 'আমরা বাঙালী' দল তা কোনওভাবেই মেনে নেবে না।

এছাড়া দলটি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রসঙ্গ তুলে দাবি করেছে, যেহেতু আইনটির মেয়াদ ২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত, তাই এখন অনুপ্রবেশকারী ইস্যুতে পুনরায় শোরগোল তোলা উচিত কিনা তা সরকারের বিবেচনার বিষয়। সবশেষে দীর্ঘদিন ধরে এডিসি এলাকায় বসবাসকারী বাঙালীদের উচ্ছেদের আশঙ্কা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে 'আমরা বাঙালী' দল। তারা সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছে, রাজ্যে যেন কোনওভাবেই শান্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট না হয়। সেদিকে সরকার ও প্রশাসনকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগানে রক্তক্ষয়ী

● প্রথম পাতার পর

এক পরিবার লেম্বুছড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত নিজ বাড়িতে ফিরছিল। ফেরার পথে লক্ষ্মীলুঙ্গা চা বাগান এলাকায় তাদের উপর আচমকা হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। পরিবারটির গাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। সেই সময় টর্চের আঘাতে দেড় বছরের এক শিশুর মাথা ফেটে যায়। এছাড়াও হামলাকারীরা স্থানীয় বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায় এবং একাধিক গ্রামবাসীকে মারধর করে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে বামুটিয়া ফাঁড়ি, লেম্বুছড়া ফাঁড়ি, এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ ও টি.এস.আর জওয়ানরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিশেষ ভূমিকা নেন এয়ারপোর্ট থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। ঘটনাস্থল থেকে একটি টমটম ও এক যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

গভীর রাত পর্যন্ত এলাকাজুড়ে উত্তেজনা বিরাজ করলেও পুলিশের দ্রুত তৎপরতায় পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়। আহত শিশুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, তারা পুরো ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে থানার দ্বারস্থ হবেন।

পর্যটন শিল্প আগামীদিনে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে পথ দেখাবে ঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: পর্যটন শিল্প আগামীদিনে রাজ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং রাজ্যের আর্থিক বুনিয়াদ শক্তিশালী করতে পথ দেখাবে। পর্যটনের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা সম্ভব হবে। এর পাশাপাশি রাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক দীপক মজুমদার আনীত একটি বেসরকারি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। বিধায়ক দীপক মজুমদার আনীত প্রস্তাবটি ছিল ''এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, ঐতিহ্যবাহী ও প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আরও বিশেষ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করুক''। আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, উনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নে পর্যটন দপ্তর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। উনকোটির কাছেই সোনামুখী নামক স্থানে ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে।

নারকেলকুঞ্জের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। সেখানে লগ হাট তৈরি করা হয়েছে পর্যটকদের জন্য। চোত্তাখলায় মৈত্রী উদ্যানে বিশ্রামাগার, খাবার জায়গা, শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি আগে ছিল না। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পর্যটক আবাসগুলির আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটন সহায়ক প্রকল্পগুলির মাধ্যমে যুবক যুবতীদের স্বাবলম্বী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোর উন্নতি করতে পারলে বহিরাজ্যের পর্যটকগণও আরও বেশি করে রাজ্যে আসবেন। তাতে রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ আরও শক্তিশালী হবে।

বিধানসভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করে বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলি সাজিয়ে তোলার কাজ চলছে। পর্যটক আবাসগুলির আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত সরকারের সময়ে পর্যটন শিল্পকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশ নেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ ও বিধায়ক দীপঙ্কর সেন। আলোচনার পর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

অপারেশন সিন্দুরের

● প্রথম পাতার পর

করলে ভারতীয় সেনা, নৌ ও বায়ুসেনার সম্মিলিত পরিচালনায় ক্ষেপনাস্ত্রের পাল্টা আঘাতে পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি সামরিক পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পাকিস্তানের নাগরিকের উপর কোন আঘাত ছাড়াই সফলভাবে এই অভিযান সম্পন্ন করা হয়।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের প্রতিটি আক্রমনকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীর জওয়ানরা অত্যন্ত সাহস ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিহত করেছে। কোন প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্বে সাফল্যের সঙ্গে এই অভিযান এবং পাকিস্তানি হামলার যোগ্য জবাব যেভাবে ভারতের সেনাবাহিনী দিয়েছে তাতে ভারতের বীর পরাক্রমকেই সূচিত করে। সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ভারতের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রধানমন্ত্রী যে ঘোষণা দিয়েছেন আমি রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে এর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গত এক দশকে যেরকম শক্তিশালী হয়েছে এই অভিযান তারই সাক্ষ্য বহন করে। ভারত অহিংসার পূজারী ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক জঙ্গি কাজকর্ম এবং দেশের স্থিতিশীলতাকে নষ্ট করার যেকোন চক্রান্তকেই ভারতবর্ষ যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।

ডাঃ সাহা আরো বলেন, ত্রিপুরা রাজ্য বিধানসভার এই পবিত্র সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীর এই বাস্তবোচিত পদক্ষেপ এবং ভারতীয় স্থল, নৌ এবং বিমানবাহিনীর অভূতপূর্ব সাফল্যকে অভিনন্দিত করছি। সীমান্তরক্ষী বাহিনী সহ নিরাপত্তা বাহিনীর সকল স্তরের অফিসার এবং কর্মীগণ যারা অকুতোভয়ে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে আমাদের সীমানায় অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করছেন এবং দেশকে সুরক্ষিত রাখছেন রাজ্য বিধানসভার এই সভা থেকে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ''অপারেশন সিন্দুর'' অভিযানের মাধ্যমে ভারত শুধু কাশ্মীর উপত্যকার মানবতা বিরোধী গণহত্যাকান্ডের উপযুক্ত জবাবই দেয়নি, গোটা বিশ্বকে প্রমাণ করেছে সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় ভারত সর্বদা সতর্ক, শক্তিশালী এবং প্রয়োজনে সীমান্ত পেরিয়ে শত্রুর ঘাঁটিতে সরাসরি আঘাত হানতেও ভারত দ্বিধা করে না।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "অপারেশন সিন্দুর" নিঃসন্দেহে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃঢ় নেতৃত্ব ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপের ফলে অর্জিত এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয় উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা বিধানসভা প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ, ভারতীয় সেনাবাহিনী, নৌ-সেনা ও বায়ুসেনার প্রধানসহ বি এস এফ-এর প্রধান এবং মাতৃভূমিকে সুরক্ষিত রাখার শপথ নেওয়া সকল বীর জওয়ানদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

আগামী অধিবেশনে সময়

● প্রথম পাতার পর

তুলে ধরেন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায়। একই দাবি জানান সিপিআই(এম)-এর বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তীও। জবাবে পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক ব্যস্ততা চরমে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা অধিবেশনের সময় বাড়ানো সম্ভব নয়। তবে, আগামী বিধানসভা অধিবেশনে অবশ্যই অধিক সময় রাখা হবে, আশ্বস্ত করেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা বিধানসভার অষ্টম অধিবেশনের দিনক্ষণ কমানোর সিদ্ধান্ত ঘিরে আজ উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিএসি কমিটি অধিবেশনের দিনসংখ্যা কমানোর সিদ্ধান্ত নিলে, কংগ্রেস, সিপিআই(এম) সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে।

এদিন বিধায়ক গোপাল চন্দ্র রায় বিধানসভায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুলেন, যখন রাজ্যে একের পর এক দফতরে দুর্নীতির খবর সামনে আসছে, তখন মাত্র দুই দিনের অধিবেশন বসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি আগরতলা পুর নিগমে ১৬ কোটি টাকার দূর্নীতি খবর প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু পুর নিগমই নয়, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি ছেয়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সফরের কারণে কেন বিধানসভার অধিবেশন স্থগিত থাকবে। বেকারত্ব, কৃষকদের সমস্যা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলির কি কোনো গুরুত্ব নেই, বলে প্রশ্ন তুলেন তিনি।

বিধানসভা অধিবেশনের দিনক্ষণ সংক্ষিপ্তের বিষয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, আগামী ২২ সেপ্টেম্বর নবরূপে সজ্জিত উদয়পুর মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উদ্বোধন করতে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করেই আগামী সোমবার অধিবেশন বসছে না।ওই দিনের কার্যবিবরণী ২৩ সেপ্টেম্বর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে কেন্দ্র করে অধিবেশনের দিনক্ষণ সংক্ষিপ্ত করা উচিত হয়নি। কারণ, প্রধানমন্ত্রীর আগমনের জন্য জনগণের স্বার্থ সম্বলিত বিষয় প্রাধন্য পাবে না। আশা করি, রাজ্যবাসী শাসকগোষ্ঠীর এই সিদ্ধান্তে খুশি হবেন না।

এবিষয়ে মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় বলেন, বিএসি বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি অংশ নেননি। অথচ তাদের আগে থেকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাতে বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে বিধানসভার অধিবেশনের সময় বৃদ্ধি না হওয়া রাজ্যবাসীর কাছে ভালো বার্তা দেয় না।

এবিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, দেশের সর্ববৃহৎ জনপ্রিয় নেতা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির উদ্বোধন করতে সরকারি অনুষ্ঠানে আসছেন। সেখানে বিধানসভা অধিবেশনে চলবে সেটা সম্ভব নয়। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচিতে প্রশাসনের সব ঊর্ধতন কর্মকর্তা ও দফতরপ্রধানরা ব্যস্ত থাকবেন, ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব পরিচালনা সম্ভব হবে না। তবে আমি আশ্বস্ত করছি, আগামী অধিবেশনে দিনসংখ্যা বাড়ানো হবে।

পরবর্তীতে উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল বিএসি-র রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে তা গৃহীত হয়েছে।

প্রকাশ্যে রাস্তায়

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। গতকাল রাতে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ৪ - ৫ জন স্বামী স্ত্রীর উপর আক্রমণ চালায়। ঘটনায় পুলিশে খবর দেওয়া হলেও পুলিশ আসেনি বলে অভিযোগ মৃতার স্বামীর। পরে তারাই থানায় গিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। বাড়িতে ফেরার পথে রাস্তায়ও তাদেরকে আক্রমনের চেষ্টা করে। কিন্তু আজ সকালে হঠাৎ খবর আসে বাজারে অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মহিলার মৃতদেহ পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

মৃতার স্বামীর দাবি, লিটন দাস ও মান্না মজুমদারের নেতৃত্বে এই গোটা ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। মান্না মজুমদার বিধায়ক জিতেন মজুমদারের ভাতিজা বলে জানা গেছে। ঘটনায় এখনো কাউকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ। প্রকাশ্য রাস্তায় এক মহিলার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিধায়কের পরিবারের সদস্য হওয়ায় মান্না মজুমদারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পুলিশ টালবাহানা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, পুলিশি সহায়তা না পেয়ে এক গৃহবধূর অকাল মৃত্যু হয়েছে।

অভিযোগ, প্রশাসনের নির্লিপ্ত ভূমিকার ফলে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অঞ্জলির মৃত্যুর পর মির্জা এলাকায় মান্না মজুমদারের গ্রেপ্তারের দাবি জোরালো হয়েছে। সিপিআইএম উদয়পুর বিভাগীয় কমিটির পক্ষ থেকে দিলীপ দত্ত, নিখিল চন্দ্র দাস এবং বিজয় চক্রবর্তী সহ এক প্রতিনিধিদল উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন জমা দেন। এলাকায় বর্তমানে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মান্না মজুমদার সহ অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

জলে পড়ে শিশুর মৃত্যু

● প্রথম পাতার পর

-নিরীক্ষার পর মৃত বলে ঘোষণা করে।

তারা আরো জানায় ছেলেটি মুক ও বধির থাকার কারণে তাকে সব সময় বেঁধে রাখা হতো। ছেলেটির বাবা একজন মৃৎশিল্প। পূজার মরসুম হওয়ায় কাজে ব্যস্ত। এই ঘটনায় এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া বিরাজ করছে। মৃতদেহ বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে রয়েছে ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

প্রধানমন্ত্রী সহ বিভিন্ন মহলের

● প্রথম পাতার পর

দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসমের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত গায়কদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সংগীতপ্রেমী কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে চিরকাল অমর থাকবেন জুবিন গার্গ।

এদিকে, আসামের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী জুবিন গার্গ আর নেই। শুক্রবার সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিংয়ের সময় এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বছর।

'ইয়া আলি' খ্যাত এই গায়ক সিঙ্গাপুরে একটি স্কুবা ডাইভিং অ্যাক্টিভিটিতে অংশ নিচ্ছিলেন, তখনই তিনি জলে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে উদ্ধার করে আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয়, তবে শেষরক্ষা হয়নি। সূত্রে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যাল-এ তাঁর পারফর্ম করার কথা ছিল।

জুবিন গার্গের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে সঙ্গীত জগতে। আসামের এক মন্ত্রী এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ শোকপ্রকাশ করে লেখেন, "জুবিন দার অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত। আসাম হারালো কেবল একজন সঙ্গীতশিল্পী নয়, বরং এক হৃদস্পন্দনকে। তিনি শুধু আসামের নয়, ভারতেরও গর্ব ছিলেন। তাঁর গানে ধরা পড়ত আমাদের সংস্কৃতি, আবেগ ও আত্মার প্রতিচ্ছবি।"

তিনি আরও লেখেন, "তাঁর সুরে একাধিক প্রজন্ম খুঁজে পেয়েছে আনন্দ, আশ্রয় এবং পরিচয়। এই শূন্যতা অপূরণীয়। তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং অগণিত ভক্তদের প্রতি গভীর সমবেদনা। তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক। ওম শান্তি।"

প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ রিপুন বরা এক্স (পূর্বতন টুইটার)-এ লেখেন, আমাদের সাংস্কৃতিক আইকন জুবিন গার্গের অকাল প্রয়াণে গভীরভাবে মর্মাহত ও শোকাহত। তাঁর কণ্ঠ, সঙ্গীত এবং অদম্য মনোভাব প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর পরিবার, ভক্ত ও প্রিয়জনদের প্রতি রইল গভীর সমবেদনা। শান্তিতে বিশ্রাম নাও, লিজেন্ড।'

অভিনেতা আদিল হুসেনও গভীর শোকপ্রকাশ করে লেখেন, জুবিন গার্গের সিঙ্গাপুরে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু সংবাদে হতবাক ও বিধ্বস্ত আমি। অসমীয়া সঙ্গীত ও সংস্কৃতিতে তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি আমাদের মধ্যেই বেঁচে থাকবেন তাঁর গানের মাধ্যমে। প্রিয় জুবিন, অনেক ভালোবাসা ও আবেগ নিয়ে তোমায় মনে রাখব। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে শান্তিতে রাখুন। অন্যপারে দেখা হবে সেখানেও তোমার সুরে দেবতাদের মন ভরিয়ে দিও।'

*'আসামের কণ্ঠস্বর' হিসেবে পরিচিত জুবিন গার্গ জাতীয় খ্যাতি অর্জন করেন ২০০৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত গ্যাংস্টার'' ছবির কালজয়ী গান ''ইয়া আলি''-র মাধ্যমে। পরে তিনি বলিউডে 'দিল তু হি বাত্তা' (কৃষ ৩), 'জানে কেয়া চাহে মন'** (পেয়ার কে সাইড ইফেক্টস) এর মতো আরও অনেক হিট গান উপহার দেন।*

জুবিন শুধুমাত্র হিন্দি বা অসমীয়া নয়, গান গেয়েছেন বাংলা, নেপালি, ও আরও ৪০টিরও বেশি ভাষা ও উপভাষায়, যার ফলে তাঁর একটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ভক্তসমাজ গড়ে ওঠে।

জুবিন গার্গের জন্ম ১৯৭২ সালে মেঘালয়ের শিলংয়ে। তাঁর আসল নাম ছিল জুবিন বোরঠাকুর, তবে ৯০-এর দশকে তিনি নিজের গোত্র 'গার্গ' ব্যবহার করে নাম পরিবর্তন করেন। আসামে ৯০-এর দশকে জনপ্রিয়তা অর্জনের পর, ২০০৬ সালে বলিউড ছবির গ্যাংস্টার'-এর ইয়া আলি' গানটি তাঁকে সারা দেশে খ্যাতি এনে দেয়। এরপর তিনি সুবহ সুবহ', 'ক্যা রাজ হ্যায়' সহ একাধিক হিট গান উপহার দেন বলিউডে। তিনি আসামি, বাংলা ও হিন্দি ভাষার পাশাপাশি ৪০টিরও বেশি ভাষা ও উপভাষায় গান গেয়েছেন। বহু বছর ধরে তাঁকেই আসামের সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে ধরা হত। জুবিন গার্গ কেবল একজন গায়কই ছিলেন না, ছিলেন একজন সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা এবং সমাজকর্মী। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে একটি যুগের অবসান ঘটল।

জুবিন গার্গের অবদান ভারতের সঙ্গীত ও সংস্কৃতির ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর কণ্ঠে গাওয়া গানগুলি আজও কোটি মানুষের হৃদয়ে বাজে, এবং আগামী দিনেও বাজবে। তাঁর রেখে যাওয়া সৃষ্টির ভাণ্ডার তাঁকে অমর করে রাখবে।জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সঙ্গীতকে নিয়ে কাজ করে যাওয়া এই শিল্পীকে হারিয়ে ভারতীয় সঙ্গীতজগত হারাল এক অমূল্য রত্নকে।

ত্রিপুরা বিধানসভায় স্মৃতিচারণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্য বিধানসভায় আজ প্রাক্তন বিধায়ক বুর্বমোহন ত্রিপুরা, প্রাক্তন বিধায়ক অনিল চাকমা এবং ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী শিবু সোরেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল প্রয়াতদের স্মৃতিচারণ করে তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি প্রয়াতদের পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। উপাধ্যক্ষের স্মৃতিচারণার পর বিধানসভার সদস্য, সদস্যারা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে প্রাক্তন বিধায়ক বুর্বমোহন ত্রিপুরা, অনিল চাকমা এবং ঝাড়খন্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবু সোরোনের আত্মার শান্তি কামনা করেন।

১৫ বছরের এক বিবাহিতা নাবালিকাকে উদ্ধার করল বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৯ শে সেপ্টেম্বর:- নাবালিকা বিবাহ নিয়ে এত সচেতনতা এবং এত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া সত্বেও আজ আবার ১৫ বছরের বিবাহিতা এক নাবালিকা উদ্ধার হয় বিলোনিয়া থানাধীন মনুরমুখ জয়নগর এলাকা থেকে। এই বিষয়ে বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম সঞ্জয় শীল জানান গোপন খবরের ভিত্তিতে এই মনুরমুখ জয়নগর এলাকায় জনৈক এক যুবকের বাড়িতে হানা দিয়ে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পায় এবং ১৫ বছরের ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বিলোনিয়া সখী ওয়ান স্টপ সেন্টারে নিয়ে আসা হয়।

তিনি জানান এই নাবালিকার বাড়ি আগরতলা চম্পকনগর এলাকায়। তিনি আরো জানান সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারে এই নাবালিকাটিকে কাউন্সিলিং করা হবে এবং পরবর্তী সময়ে যেহেতু তার বিবাহের বয়স হয়নি তাই তার অভিভাবকদের হাতে তাকে তুলে দেওয়া হবে।

বিলোনিয়াতে বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসন এবং চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ প্রতিনিয়ত এই অভিযান জারি রেখেছে। মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম সঞ্জয় শীল সকলের কাছে আবেদন রাখেন যদি কারোর কাছে নাবালিকা বিবাহের খবর থাকে তাহলে দিন হোক কিংবা রাত যেকোনো মুহূর্তে তারা যেন প্রশাসনকে অবহিত করে।

শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে তৎপরতা তুঙ্গে মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজা হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন বাকি। একদিকে ধাপে ধাপে বৃষ্টি, আবার প্রখর রোদের তাপ নিয়ে কমলপুর মহকুমার বড় বাজেটের ক্লাব গুলির প্যান্ডেল তৈরি করতে তৎপরতা দেখা যায় প্যান্ডেল শিল্পীদের। সময় মতো দুর্গা প্যান্ডেল সম্পূর্ন রূপ দিয়ে ক্লাব কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য ব্যস্ততা দেখা যায় শিল্পীদের।

কমলপুর মহকুমার মানিক ভান্ডার ফ্রেন্ডস ক্লাব। এবার ক্লাবের দুর্গা পূজা অষ্টম বর্ষে পা দিয়েছে। মহকুমার বড় বাজেটের পূজো গুলির মধ্যে ফ্রেন্ডস ক্লাব একটি। এবার পূজার বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা। আট বছর ধরে ক্লাবের দুর্গা পূজা হয় হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে। পূজার তিন দিন বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর দর্শনার্থীদের ভিড় জমে। এবার দুর্গা পূজায় ফ্রেন্ডস ক্লাবের প্যান্ডেলের থিম 'শৈশব স্বপ্নের সন্ধানে'। প্যান্ডেল তৈরি করছেন পশ্চিমবঙ্গের নবদ্বীপের শিল্পীরা। সময় মতো প্যান্ডেলের সাজসজ্জা করে ক্লাব কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া জন্য নবদ্বীপের শিল্পীরা দিন রাত এক করে কাজ করে যাচ্ছে।

ফ্রেন্ডস ক্লাবের এক কর্মকর্তা জানান, ফ্রেন্ডস ক্লাবের এবার দুর্গা পূজা অষ্টম বছর। বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা। নবদ্বীপের শিল্পীরা প্যান্ডেল তৈরি করছেন। প্রতিমা তৈরির করছেন কমলপুরের মৃৎশিল্পী রনজিৎ ভট্টাচার্য্য। আলো সজ্জায় তেলিয়ামুড়ার শিবম ডেকুরেটারস। দুর্গা পূজা উপলক্ষ্যে ক্লাবের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজ সহ বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তাছাড়া স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী তো আছেই।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ **ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সৌরভিত্তিক পানীয় জল প্রকল্পে ১২টি গ্রাম উপকৃত, লক্ষ্য আরো ৫০ টি গ্রামের : বিদ্যুৎ মন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্য বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীনস্থ ত্রিপুরা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা (টেরেডা) রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় সৌরশক্তি ব্যবহার করে পানীয় জল সরবরাহের এক অভিনব প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মাধ্যমে মোট ৫০টি গ্রামে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ ১৩তম ত্রিপুরা বিধানসভার প্রথম দিনে এ তথ্য জানিয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী জানান, প্রকল্পটির জন্য ৮ কোটি টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১২টি গ্রামে কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেন ছামনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বীরেন্দ্র পাড়া, গোবিন্দবাড়িতে প্রায় ৮৪টি পরিবার প্রাকৃতিক ঝরনা কিংবা বোরিং-এর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। বিরঞ্জয় পাড়া ও হাজিরায় পাড়ায় ৬০ পরিবার, সানিরাই পাড়ায় ১৭ পরিবার, রাজনগর পাড়ায় ১৫ পরিবার এবং দুর্গা চৌমুহনী, কল্যাণপুর কলোনি ও আরও প্রায় ১২টি স্থানে এই প্রকল্প সফল হয়েছে। সর্বত্র সফল হবে বলছি না, তবে যেখানে প্রাকৃতিক ঝরনা বা বোরিং-এর সুযোগ রয়েছে, সেখানে এই জল পরিশোধিত হয়ে মানুষের কাজে লাগছে। যেখানে পাইপলাইন বসানো সম্ভব নয়, সেখানেই আমরা এই নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করছি।

মন্ত্রী আরও জানান, একসময় গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ২.৫৬ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ১৯,২৫১ পরিবার পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল পেত। বর্তমানে ৬ লক্ষেরও বেশি পরিবার এই সুবিধার আওতায় এসেছে।

মন্ত্রী বলেন, ৬ লক্ষ পরিবারকে আচ্ছাদিত করা কোনো ঠাট্টার কথা নয়। যেখানেই যাই, সভায় বহু মানুষ হাত তুলে বলেন যে তারা পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পেয়েছেন। আগের সরকার সমস্যা তৈরি করতো কিন্তু আমরা সমস্যার সমাধান করি।

মোহনপুরের খোয়াই চৌমুহনীতে ট্রিপল আইটি স্থায়ীভাবে স্থাপন করতে জমি বরাদ্দ হয়েছে: উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমার খোয়াই চৌমুহনী এলাকায় রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত ট্রিপল আইটি স্থায়ী ভাবে স্থাপন করার লক্ষ্যে ৫০ একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছে। আজ বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক নয়ন সরকারের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে এই কথা জানান উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মণ।

উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মণ জানান, খোয়াই চৌমুহনীতে ট্রিপল আইটি"র স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীবর্মণ জানান, ২০১৮ সাল থেকে এনএইটি আগরতলার অস্থায়ী ক্যাম্পাসে ট্রিপল আইটি"র একাডেমিক কাজকর্ম সহ পঠনপাঠন শুরু হয়েছে।

তিনটি অর্থবছরে রাজ্যে ওবিসি সম্প্রদায়ের ৯৬ হাজার ৭৯৯ জন ছাত্রছাত্রী স্টাইপেন্ড পেয়েছে: ওবিসি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদানের বিষয়টি কেন্দ্রীয় প্রকল্পের আওতাধীন। গত তিনটি অর্থবছরে রাজ্যে ওবিসি সম্প্রদায়ের ৯৬,৭৯৯ (ছিয়ানব্বই হাজার সাতশ নিরানব্বই) জন ছাত্রছাত্রী স্টাইপেন্ড পেয়েছে। আজ বিধানসভায় বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা এই তথ্য জানান।

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা জানান, গত তিনটি আর্থিক বছরে ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড বাবদ ব্যয় হয়েছে ৮৮৮৫.৫৫ লক্ষ টাকা। মন্ত্রী শ্রীমতি চাকমা জানান আরও ৩৩,৭৭৭ (তেত্রিশ হাজার সাতশ সাতাত্তর) জন ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের স্টাইপেন্ড প্রদানের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং এতে আনুমানিক ৪১৪৬.৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে

রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ১টি করে গাভীর খামার গড়ে তুলতে কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে: প্রাণীসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের প্রতিটি জেলায় একটি করে গাভীর খামার গড়ে তোলার জন্য ভারত সরকারের উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের (ডোনার) কাছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা এবং বিধায়ক দীপঙ্কর সেনের প্রশ্নের উত্তরে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী শুধাংশু দাস আজ রাজ্য বিধানসভায় এই কথা জানান। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী জানান, ভারত সরকারের অনুমোদন পাওয়া গেলে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় গাভীর খামার গড়ে তোলা হবে।

ত্রিপুরা বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: পহেলগামে ২৫ জন পর্যটক সহ ২৬ জনের হত্যাকান্ড প্রসঙ্গে এবং এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমানের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে আজ রাজ্য বিধানসভায় শোক জ্ঞাপন করা হয়েছে। উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল এই দুটি ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করে আহতদের আরোগ্য কামনা করেন। উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার পহেলগামের বৈসরান বনাঞ্চলের এক সুদৃশ্য পর্যটনস্থলে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকদের উপর হামলা চালিয়েছিল সন্ত্রাসবাদীরা। এতে প্রাণ হারান ২৬ জন। এই ঘটনা সভ্যতা, মানবতা এবং ভারতের সার্বভৌমত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধের উপর এক ভয়াবহ আঘাত হিসেবে অভিহিত করে ত্রিপুরা বিধানসভা পাকিস্তানী মদতপুষ্ট সন্ত্রাসীদের এই বর্বরতম কাজের তীব্র নিন্দা করেছে।

এছাড়া গত ১২ জুন আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান বিধ্বংস হয়ে ২৪১ জন যাত্রী এবং বিমানবন্দরের আশপাশ এলাকার আরও ৩৯ জন প্রাণ হারান। বিধানসভায় আজ নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করা হয়েছে।

মানিকনগরে অটো দুর্ঘটনায় চারজন আহত, দু-জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর: বক্সনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত বক্সনগর থেকে বিশালগড় যাওয়ার পথে মানিকনগর এলাকায় ভয়াবহ অটো দুর্ঘটনা ঘটে। এতে চার জন আহত হন, যাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী,আজ দুপুর আনুমানিক ১২টার সময় বক্সনগর মোটরস্ট্যান্ড থেকে টিআর০৭-বি-২৮৪৮ নম্বরের একটি অটো গাড়ি বিশালগড়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।পথে মানিকনগর এলাকায় রাস্তায় কুকুরের সঙ্গে সংঘর্ষ হলে অটোটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে গাড়িতে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।স্থানীয়রা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন।অন্যদিকে খবর পেয়ে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনা গ্রস্ত অটোটি থানায় নিয়ে আসে এবং আহতদের খোঁজ খবর নেন।

রুরাল হাটের উদ্বোধন ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যানপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: গ্রামীন এলাকার অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে বিকশিত করার মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থে রাজ্যের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে নাবার্ড। পাশাপাশি রাজ্যের শিক্ষা স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সার্বিক ক্ষেত্রকে বিকশিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে রাজ্যের অগ্রগণ্য সামাজিক সংস্থা ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা।

এবার নাবার্ডের সহায়তায় এবং ভলানটারী হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে খোয়াই জেলার কল্যাণপুর ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম ঘিলাতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের দাওছড়া বাজারে উদ্বোধন হলো সুসজ্জিত আধুনিক পরিকাঠামতে গড়ে ওঠা রুরাল হাট।

উদ্বোধনী মঞ্চে নাবার্ড ত্রিপুরা এর ম্যানেজার অনিল এস কোটমারি, ডি ডি এম অমিত দাস, কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ, ভ্যাটের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ড. সুজিত ঘোষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী নিতাই বল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিনের এই উদ্বোধনী মঞ্চে নাবারডের তরফ থেকে এবং ভ্যাটের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে সাধারণ মানুষের দাবি অনুযায়ী আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে রকমারি উদ্যোগ গ্রহণ আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি নিজের আলোচনায় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সোমেন গোপ এই সময়ের মধ্যে কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় ভ্যাট এবং নাবার্ডের সহায়তায় যেভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সংঘটিত হচ্ছে, সেগুলির ব্যাপক প্রশংসা করে আগামী দিনেও ব্লক এলাকার আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে একই রকম ভূমিকা প্রত্যাশা করেছেন।

এছাড়াও এই উদ্বোধনী মঞ্চে আলোচনা করেন ডি ডি এম অমিত দাস। উদ্বোধনের পর অতিথিরা সম্মিলিতভাবে নবনির্মিত রুরাল হাটের ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এবং ফলক উন্মোচিত হয়। সেই সাথে সাথে বাজার কমিটির সেক্রেটারি উত্তম সূত্রধরের হাতে নাবার্ডের তরফ থেকে রুরাল হাটের চাবি তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় নাবার্ডের সহযোগিতায় ভলানটারী হেল অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা টিডিএফ প্রজেক্ট এর মাধ্যমে ৩০০ পরিবারের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার মান উন্নয়নে পাঁচ বছরের দীর্ঘমেয়াদী প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করছে বলে খবর। রুরাল হাটের আজকের এই উদ্বোধন নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে উৎসাহজনক পরিমণ্ডল পরিলক্ষিত হয়েছে।

অসহায় বৃদ্ধা মায়ের কান্না, হতাশায় পুত্রকে কুলাঙ্গার বললেন বৃদ্ধা মা

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গিয়ে অসুস্থ বৃদ্ধাকে অমানবিক অবস্থায় ফেলে রাখার অভিযোগ উঠল এক ছেলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে কমলাসাগর বিধানসভার পান্ডবপুর এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডে।

৭০ বছর বয়সী মীরা দেব গত বুধবার সেকেরকোট এলাকায় মেয়ে শিপ্রা দেবের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ পড়ে গিয়ে গুরুতর পায়ে আঘাত পান। তারপর থেকেই তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। প্রয়াত স্বামী সুকরঞ্জন দেবের মৃত্যুর পর দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে মানুষ করেছেন মীরা দেব। সন্তানদের বিয়েও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু আজ বার্ধক্যে এসে ছেলে দুলাল দেবের অবহেলায় অসহায় অবস্থায় পড়তে হয়েছে তাঁকে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, সিলভার ফ্যাক্টরিতে কর্মরত দুলাল দেব মায়ের চিকিৎসার কোনও দায়িত্ব নেননি। এমনকি প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও মায়ের কাছ থেকে আটকে রেখেছেন বলে অভিযোগ। রেশন থেকে প্রাপ্ত চিনি ও জ্বালানি তেল পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করেছেন তিনি। ফলে জামাতা বিশ্বজিৎ দে অর্থাভাবে শাশুড়ির চিকিৎসা করাতে হিমশিম খাচ্ছেন।

শুক্রবার দুপুরে সংবাদমাধ্যমের কাছে কাতর বৃদ্ধা মীরা দেব বলেন, "ছোটবেলায় যাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি, আজ সেই পেটের সন্তান আমাকে অবহেলা করছে। আমি বাধ্য হয়ে তাকে কুলাঙ্গার বলতে বাধ্য হচ্ছি। এমন সন্তান যেন আর এই পৃথিবীতে জন্ম না নেয়।"

গ্রামাঞ্চলে এই ঘটনা নিয়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, সভ্য সমাজে দাঁড়িয়ে এমন অমানবিকতা কতটা সহনীয়? সমাজে কি তবে সন্তানরা গর্ভধারিণী মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ ভুলে যাচ্ছে?

জিবিসি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে উন্নতমানের সিভি-১৯০ মেশিনে এন্ডোস্কোপি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের জনগণকে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সরকারের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। এবার আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে নতুন উন্নতমানের এন্ডোস্কোপি মেশিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। গতকাল ১৮ সেপ্টেম্বর জিবি হাসপাতালের সুপার স্পেশালিটি ব্লকে রোগীদের উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানেএই এন্ডোস্কোপি মেশিন চালু করা হয়।

উন্নতমানের এই সিভি-১৯০ মেশিনটির বিশেষত্ব হলো এটি উন্নত এন্ডোস্কোপিক চিত্রের মাধ্যমে ভিডিও প্রসেসিং করে, ডায়াগনস্টিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে খুব সহজেই চিহ্নিত করে, উন্নতমানের ইমেজ কোয়ালিটি প্রদান করে। এছাড়াও এই মেশিনে রক্তনালী, শ্লেষ্মা ও ঝিল্লির মধ্যে পার্থক্য করে এন্ডোস্কোপি রিপোর্ট প্রদান করে। ফলে রোগীর রোগ নির্ণয় করা ও সঠিক সমস্যাকে চিহ্নিত করা তরান্বিত হয়। এতদিন জিবিপি হাসপাতালে সিভি-১৫০ এবং সিভি-১৭০ মেশিন দিয়ে এন্ডোস্কোপি করানো হতো। গতকাল থেকে এই নতুন উন্নতমানের সিভি-১১০ মেশিনের মাধ্যমে এন্ডোস্কোপি পরীক্ষা-নিরীক্ষাশুরু করা হয়েছে। উক্ত এন্ডোস্কোপি সিস্টেমটি খুবই উন্নত মানের, বর্তমানে যার আনুমানিক বাজার মূল্য পঞ্চাশ লক্ষ টাকারও বেশি। প্রথম দিনই উক্ত মেশিনে আপার এন্ডোস্কোপি করা হয় ১৪ জনের এবং লোয়ার এন্ডোস্কোপি অর্থাৎ কোলোনোস্কোপি করা হয় দুইজনের। উল্লেখ্য, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতালে মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি এই ধরনের মেশিন রয়েছে, যার মধ্যে এখন রাজ্যের আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালেও যুক্ত হল উক্ত উন্নতমানের মেশিন। ফলে আগামী দিনে রাজ্যের রোগীরা এর সুফল লাভ করবে।

খোয়াই জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিধিনিষেধ জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার লক্ষ্যে খোয়াই জেলার অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের ৫০০ মিটার এলাকায় জনসাধারণের চলাচলের উপর কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ আগামী ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে আগামী ১৯ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। প্রতিদিন রাত্র ৮টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে। বিএনএস এর ২০২৩ এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী খোয়াই জেলার জেলাশাসক রজত পন্থ এক বিজ্ঞপ্তিতে এই বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিযুক্ত সামরিক, আধা সামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ, জেলা পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসকের প্রদত্ত বৈধ অনুমতিপত্র প্রাপ্ত ব্যক্তি, জরুরী কাজে নিয়োজিত সরকারি কর্মীগণ এবং অবিলম্বে চিকিৎসার প্রয়োজন এমন ব্যক্তিগণ এই বিধিনিষেধের আওতার বাইরে থাকবেন। এই আদেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিএনএস"র ২০২৩ এর ১৬৩নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। খোয়াই জেলা শাসক কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

কমিশন বাণিজ্যে মত্ত মন্ত্রী-বিধায়করা, কর্মসংস্থান বঞ্চিত যুবসমাজ বিস্ফোরক অভিযোগ সুধন দাসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান মুখ থুবড়ে পড়েছে, অথচ মন্ত্রী, বিধায়ক ও মন্ডল স্তরে চলছে কমিশন বাণিজ্য এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বাম নেতা তথা ত্রিপুরা তফশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির রাজ্য সম্পাদক সুধন দাস।

শুক্রবার দুপুরে সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির দ্বিতল ভবনে এক সম্মেলনে যোগদানের আগে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "বর্তমান বিজেপি-আইপিএফটি মথা জুটের সরকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তারা দাবি করেছিল বছরে ৫০,০০০ বেকারকে চাকরি দেবে। কিন্তু আজ কোথায় সেই চাকরি? উল্টে সংবিধান পরিবর্তনের চক্রান্ত চলছে।"

সুধন দাসের অভিযোগ, রাজ্যে রেগার কাজ প্রায় নেই। যেখানে সামান্য কাজ হচ্ছে, সেখানেও সময়মতো টাকা পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। এর ফলে গ্রামীণ অর্থনীতি ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে বলে তিনি দাবি করেন।

শুধু তাই নয়, বাম নেতার কথায়, প্রশাসনের সর্বস্তরে চলছে ব্যাপক লুটপাট। সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা বন্ধ রেখে মন্ত্রী-বিধায়করা নিজেদের স্বার্থে কমিশন বাণিজ্যে ব্যস্ত বলে কটাক্ষ করেন তিনি।

সুধন দাসের এই বিস্ফোরক মন্তব্যকে ঘিরে বিশালগড়ে রাজনৈতিক মহলে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

ধর্মের ষাড় কেটে মাংস বিক্রি করার অভিযোগে আটক চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৯ সেপ্টেম্বর: ধর্মের ষাড় কেটে মাংস বিক্রি করার অভিযোগে আটক করা হল চারজনকে। ফটিকরায় থানাধীন গঙ্গানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নদিয়াপুর এলাকায় মহাদেবের সাড় কেটে বিক্রি করার অভিযোগে এলাকায় তীব্রতা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে মুহূর্তেই। এই ঘটনা খবর চাউর হতেই ঘটনাস্থলে পুলিশ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা পৌঁছায়।

এই কান্ডে চারজন অভিযুক্তকে ফটিকরায় থানার পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযুক্তরা হল, মহেন্দ্র রিয়াং (৪২), মন্দিরাম রিয়াং (৩৬), করজোরাম রিয়াং (৩৬),জয়ন্ত রিয়াং (৩২)। পুলিশ বর্তমানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা বাদ চালিয়ে যাচ্ছে।

তেলিয়ামুড়ায় অবৈধ শব্দবাজি উদ্ধার, প্রশাসনের অভিযানে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর: দুর্গাপূজা আসন্ন, আর তার আগেই অবৈধ শব্দবাজি মজুদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা প্রশাসন। শুক্রবার বিশেষ অভিযানে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকার শব্দবাজি উদ্ধার করে প্রশাসন। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রূপানজন দাসের নেতৃত্বে প্রশাসনিক দলের সদস্যরা তেলিয়ামুড়া বাজারের ব্যবসায়ী প্রবীর সাহার শান্তিনগরস্থ বাড়িতে হানা দেন। সেখানেই গোপনে মজুদ করে রাখা বিপুল পরিমাণ শব্দবাজি উদ্ধার হয়।

এই বিশেষ অভিযানে অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন, ডি.সি.এম হরিপদ সরকার, ডি.সি.এম অঞ্জন কুমার দাস, ডেপুটি সিইও প্রদীপ কুমার সরকার, ফুড ইন্সপেক্টর তনুশ্রী নন্দী, তেলিয়ামুড়া থানার ওসি জয়ন্ত কুমার দে।

অতিরিক্ত মহকুমা শাসক রূপানজন দাস জানিয়েছেন, "প্রবীর সাহার বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং আইন অনুযায়ী তাঁকে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। একটি বাড়ির ভেতরে এত পরিমাণ শব্দবাজি মজুত রাখা দণ্ডনীয় অপরাধ। প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

তিনি আরও জানান, শুধুমাত্র শহর নয়, আগামী দিনগুলোতে মহকুমার বিভিন্ন বাজার এলাকায় নিয়মিতভাবে এ ধরনের অভিযান চালানো হবে।

শ্রম ভবনে বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে জবফেয়ার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: আজ মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার আগরতলাস্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গনে বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে জবফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়।

ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার, ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, আগরতলার ব্যবস্থাপনায় শুক্রবার আগরতলাস্থিত শ্রম ভবন প্রাঙ্গনে বেসরকারি সংস্থায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে জবফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পদে মোট ৯৯ টি শূন্যপদ এদিন এই জব ফেয়ারের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। ৭০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৪০ হাজার টাকা পর্যন্ত বেতন ক্রমে এই শূন্য পদগুলিতে লোক নিয়োগ করা হয়। প্রসঙ্গত বায়োডাটা সহ প্রার্থীদের জন্মের প্রমাণপত্র এবং আনুষঙ্গিক কাগজপত্র ইন্টারভিউর সময় পরীক্ষা করার মাধ্যমে তাদেরকে নিয়োগ করা হয়।

গোলাঘাটিতে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর রেষারেষি, সংঘর্ষে আহত মহিলা সহ একাধিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ সেপ্টেম্বর: বিজেপির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গোলাঘাটি কসবা এলাকায় বিজেপির দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায়। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরেই দুই পক্ষ একে অপরের উপর বেধড়ক হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় মহিলা সহ একাধিক ব্যক্তি আহত হন। আক্রান্তরা ইতিমধ্যেই বিশালগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

অভিযোগ, ভিকি সাহা, উৎপল সাহা, সুজয় সাহা সহ একাধিক বিজেপি কর্মী অপর গোষ্ঠীর মৃণাল সরকার ও তার বাবা, মা, কাকা, কাকিমার উপর চেয়ার-টেবিল নিয়ে হামলা চালান। মুহূর্তে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় দলীয় কার্যালয়।

অপরদিকে মৃণাল সরকার পক্ষের দাবি, তাদের উপর যে হামলা হয়েছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তারা আরও অভিযোগ করেন, মৃণাল সরকার ও তার পরিবার নেশাজাতীয় সামগ্রী বিক্রি করেন এই অভিযোগ তুলে স্থানীয় বাসিন্দাদের উস্কানি দিয়ে তাদের বাড়িতে আক্রমণ চালানো হয়েছে। ঘটনার পর বিশালগড় থানায় উভয় গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে মামলা ও পাল্টা মামলা দায়ের হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গোটা এলাকায় বর্তমানে চাপে চাপে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

গাঁজা পাচার বাণিজ্যে জড়িত থাকার অপরাধে দুই গাঁজা কারবারিকে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর: গাঁজা পাচার বাণিজ্যে জড়িত থাকার অপরাধে দুই গাঁজা কারবারিকে গাঁজা পাচার মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করল সোনামুড়া স্পেশাল এনডিপিএস আদালত।

উল্লেখ্য, গত ১৬মে ২০২২ ইং তারিখে গোপন খবরের ভিত্তিতে থানা এলাকার এনসিনগর গ্রামের শাহজাহান মৈশান ও দেলোয়ার হোসেন নামের দুই গাঁজা কারবারিকে বাইক এবং গাঁজা সমেত আটক করে সোনামুড়া থানার পুলিশ।

কেসিএ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে গোয়া-কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ-হিমাচল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কেসিএ ক্রিকেটের চূড়ান্ত পর্বের খেলা শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত আমন্ত্রণ মূলক টুর্নামেন্ট তথা ডঃ ক্যাপ্টেন কে থিম্মাপ্পিয়া মেমোরিয়াল টুর্নামেন্টের দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। চার দিনের ম্যাচ শেষ হবে ২৪ সেপ্টেম্বর। আলুর এক নম্বর অর্থাৎ প্লাটিনাম ওভালে প্রথম সেমিফাইনালে গোয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন খেলবে কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন সেক্রেটারি একাদশের বিরুদ্ধে। ওই দিন সকাল সাড়ে নয়টায় ম্যাচ শুরু হবে। একই সময়ে এবং একই দিনে এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অপর সেমিফাইনালে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন খেলবে হিমাচল প্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশনের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই টুর্নামেন্টে অংশ নিয়েছিল। ত্রিপুরা দল যে গ্রুপে খেলেছে, সেই গ্রুপ থেকে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন টিম তিন ম্যাচ থেকে সর্বাধিক ১৩ পয়েন্ট পেয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরার সঙ্গে প্রথমে ইনিংস অসম্পূর্ণ অবস্থায় অমীমাংসিত ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেলেও পরবর্তী দুই ম্যাচে যথাক্রমে কর্ণাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন একাদশকে ১৩ রানে এবং ছত্তিশগড় ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে ১১০ রানে পরাজিত করে ৬-৬ করে ১২ পয়েন্ট পেয়েছিল। উল্লেখ্য, সেমিফাইনালে প্রতিপক্ষ হিমাচল প্রদেশ প্রথম ম্যাচে ১০ উইকেটে কর্ণাটক কোল্ট কে দ্বিতীয় ম্যাচে বরোদার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড এবং তৃতীয় ম্যাচে অন্ধ্রের বিরুদ্ধে ৪ উইকেটে জয়ী হয়ে মোট ষোল পয়েন্ট পেয়ে সেমিফাইনালে খেলছে। অপর সেমিফাইনালের গোয়া দল প্রথম ম্যাচে বিদর্ভ-এর সঙ্গে টাই করে দুই পয়েন্ট, দ্বিতীয় ম্যাচে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লীড নিয়ে তিন পয়েন্ট এবং তৃতীয় ম্যাচে কর্ণাটক প্রেসিডেন্ট একাদশের বিরুদ্ধে ১৭৫ রানে জয়ী হয়ে ৬ পয়েন্ট সহ মোট ১১ পয়েন্ট পেয়ে উন্নীত হয়েছে। প্রতিপক্ষ কর্ণাটক ক্রিকেট সেক্রেটারি একাদশ প্রথম ম্যাচে ১০ উইকেটে গুজরাটের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে সাত পয়েন্ট, দ্বিতীয় ম্যাচে আসামকে সাত উইকেটে হারিয়ে ছয় পয়েন্ট এবং তৃতীয় ম্যাচে মুম্বাইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিড অর্থাৎ ৩ পয়েন্ট নিয়ে মোট ১৬ পয়েন্ট পেয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে।

প্রস্তুতি চূড়ান্ত, এগিয়ে চলো সংঘের ম্যারাথনকে ঘিরে ব্যাপক সাড়া

অল ইন্ডিয়া ওপেন আমন্ত্রণমূলক হাফ ম্যারাথন। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর মহালয়ার পূণ্য দিনে হবে এই ম্যারাথন। এবার নিয়ে দ্বিতীয় বার হবে। উদ্যোক্তা এগিয়ে চলো সংঘ। পুরুষ বিভাগে ২১ কিমি ও মহিলা বিভাগে এই ম্যারাথনের দুরত্ব হবে ১০ কিমি। পরিচালনায় থাকবে ত্রিপুরা এথলেটিক এসোসিয়েশন। দুর্গা পুজোর প্রাক মুহূর্তে মহকুমার খেলোয়াড়দের হাতে খেলাধুলার মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতা করাই মুল লক্ষ্য এই ম্যারাথনে এগিয়ে চলো সংঘের। এগিয়ে চলো সংঘের ক্লাব গৃহে এক সাংবাদিক বৈঠক করে ম্যারাথনের পুরো বিষয় তুলে ধরলেন সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত।পুরুষ ও মহিলা বিভাগে প্রথম দশজনকে দেয়া হবে আর্থিক পুরস্কার।যা শুরু হবে ১০হাজার থেকে।

শেষ ১ হাজার টাকা। এক লাখ দশ হাজার টাকা টোটাল প্রাইজ মানি দেয়া হবে এই ম্যারাথনে।পাশাপাশি যারা পুরো ম্যারাথন কমপ্লিট করবেন তাদের দেয়া হবে অতিরিক্ত আরো ২০০ টাকা। এখানেই শেষ নয়, ২০ সেপ্টেম্বর দূর দূরান্ত থেকে যারা আসবেন তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যাপারটা দেখবে এগিয়ে চলো সংঘ। সর্ব ভারতীয় স্তরের এই আমন্ত্রণ মূলক ম্যারাথনে ভারতবর্ষের যে কোনো প্রান্ত থেকে এথলেট অংশগ্রহন করতে পারেন। পরিচালনায় থাকবে রাজ্য এথলেটিক্স সংস্থা। সাংবাদিক বৈঠকে এথলেটিক্স সংস্থার সম্পাদক অপু রায় সহ ক্লাবের সভাপতি চঞ্চল নন্দী সহ ক্লাবের সদস্যরা ও ছিলেন। অপু রায় এই ম্যারাথনে অংশ গ্রহন কারী এথলেটদের জন্য কিছু নিয়ম ও জানিয়ে দিলেন। এর মধ্যে দুটো ভাইটাল পয়েন্ট হলো ১৬বছরের নিচে কোনো এথলেট এই ম্যারাথনে অংশগ্রহন করতে পারবে না। খালি পায়ে কেও দৌড়াতে পারবে না। পুরুষ বিভাগে ম্যারাথন এগিয়ে চলে সংঘ থেকে শুরু হয়ে রানীর বাজার প্লে সেন্টারের সামনে গিয়ে আবার ফিরে আসবে এগিয়ে চলে সংঘ। একই ভাবে মহিলাদের জন্য চন্দ্রপুর আই এস বিটি গিয়ে আবার ক্লাবে ফিরে আসতে হবে। কোনো ট্রেভেলিং এলাউন্স দেয়া হবে না কাউকে। একই সঙ্গে পশ্চিম জেলার কোনো এথলেটদের থাকা খাওয়া দেবে না এগিয়ে চলো সংঘ। ২১ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টায় এগিয়ে চলো সংঘের সামনে থেকে শুরু হবে এই ম্যারাথন।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে পরবর্তী বোর্ড প্রেসিডেন্টের নাম

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নতুন প্রেসিডেন্ট কে হবেন? ক্রিকেটমহল জুড়ে জল্পনার শেষ নেই। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতীয় বোর্ড একটা ট্রেন্ড তৈরি করে ফেলেছে। কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারকে বোর্ড প্রেসিডেন্টের চেয়ারে নিয়ে আসা হচ্ছে। এবারও তার যে অন্যথা হবে, সেরকম নয়। তিন-চারটে নাম নিয়ে জোর আলোচনা চলছে। ইতিমধ্যে প্রত্যেক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বোর্ডের বার্ষিক সভায় তাদের হয়ে কে প্রতিনিধিত্ব করবেন। সিএবি-র যেমন প্রতিনিধি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তেমনই পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে আসবেন হরভজন সিং।আগামী ২২ সেপ্টেম্বর বোর্ডের মনোনয়ন জমার শেষ দিন। যা শোনা যাচ্ছে, তাতে আগামী চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে সবকিছু চূড়ান্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ বোর্ড প্রেসিডেন্টের চেয়ারে কে বসবেন, তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই। আপাতত যা শোনা যাচ্ছে, তাতে বোর্ড প্রেসিডেন্টের দৌড়ে রয়েছেন সৌরভ। মাঝে শোনা যাচ্ছিল, হরভজনকেও এই দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। সূত্রের খবর, হরভজন বোর্ড প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে একটু পিছিয়ে পড়েছেন। তবে তিনি একেবারে যে লড়াইয়ে নেই, সেটাও বলা যাচ্ছে না। আর একজনের নাম প্রবলভাবে শোনা যাচ্ছে। রঘুরাম ভাট। তিনি কর্নাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

ভারতের হয়ে দু'টো টেস্ট খেলেছেন। বোর্ডের অন্দরমহলের খবর, শেষ ল্যাপের লড়াইয়ে রঘুরাম প্রবলভাবে ঢুকে পড়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটা অংশ মনে করছে, যদি শেষপর্যন্ত রঘুরামকে প্রেসিডেন্ট করা হয়, সেটা প্রচণ্ড হতাশাজনক ব্যাপার হবে। যেখানে সৌরভের মতো দেশের সেরা একজন প্রাক্তন অধিনায়ক রয়েছেন, সেখানে মাত্র দু'টো টেস্ট খেলা একজন প্রাক্তন ক্রিকেটারকে বিসিসিআই প্রেসিডেন্টের মতো হাই প্রোফাইল পোস্টে নিয়ে এলে, তা ভারতীয় ক্রিকেটের পক্ষে খুব ভালো বিজ্ঞাপন হবে না।তাছাড়া সৌরভের আরও একটা প্লাস পয়েন্ট রয়েছে। তিনি তিন বছর বোর্ড প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব সামলেছিলেন। শুধু দায়িত্ব সামলানো নয়, অত্যন্ত সফলভাবে তা সামলেছিলেন। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে সফলভাবে আইপিএল আয়োজন করেছিলেন সৌরভ-জয় শাহ মিলে। ফলে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক যথেষ্ট অভিজ্ঞ। আরও একটা কথা বলা হচ্ছে। এর আগে বোর্ড প্রেসিডেন্ট ছিলেন রজার বিনি। তিনি কর্নাটক থেকে এসেছিলেন বোর্ডে। রঘুরামও কর্নাটকের প্রতিনিধিত্ব করছেন। পরপর দু'বার একই রাজ্য থেকে প্রেসিডেন্ট হওয়ার নজির খুব একটা নেই বিসিসিআই ইতিহাসে।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে ড্রতেই পরিসমাপ্তি ত্রিপুরা দলের

ড্রয় কেসিএ ক্রিকেটে ত্রিপুরা দল প্রথম ইনিংসে লীড নিয়ে অভিযান শেষ করেছে। নিয়ম রক্ষার ম্যাচে আয়োজক কর্নাটক ক্রিকেট এসোসিয়েশন একাদশকে সঙ্গে তৃতীয় রাউন্ডের খেলাটি মূলতঃ ড্রতে নিষ্পত্তি হয়েছে। সান্তনার কথা এতটুকুই যে প্রথম ইনিংসে লীড নেওয়ার সুবাদে ত্রিপুরা দল ৩ পয়েন্ট পেয়েছে। তিন ম্যাচ থেকে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ত্রিপুরা দল চার দলীয় গ্রুপে তৃতীয় স্থান পেয়েছে। দ্বিতীয় ইনিংস এর খেলায় পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা দলের বোলাররা কিন্তু ভালো একটা ঝুঁকি নিয়েছিল। ৬৫ ওভারের মধ্যে আট উইকেটের পতন ঘটিয়ে সরাসরি জয়ের উদ্দেশ্যে কর্ণাটক দলের সামনে চ্যালেঞ্জিং লড়াই ছুঁড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আউটফিল্ড ভিজে থাকার কারণে খেলা শুরুতে অনেকটা দেরি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত একদিকে যেমন পুরো খেলা হয়নি। অপরদিকে ম্যাচটি ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। সোমবার ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্ণাটক ক্রিকেটে এসোসিয়েশন একাদশ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৮০.৫ ওভারে ২৮০ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করলে, জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরা দল ১০৪.৫ ওভার খেলে প্রথম ইনিংসে ২৮১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এক রানে পিছিয়ে থেকে কর্ণাটক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা শুরু করলেও আজ চতুর্থ দিনের খেলা শেষ হতে কর্ণাটক দল ৬২ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৮১ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ব্যাটিং লাইন আপে কর্ণাটক দলের প্রথম ইনিংসে অভিনব মনোহরের ৬৮ রান, রোহন পাতিলের ৫৩ রান, এবং দ্বিতীয় ইনিংসে লাভনিথ শিশুদিয়ার শার্ট রান এবং সৃজিত কে এল-এর ৫৫ রান উল্লেখযোগ্য। বোলিং লাইন আপে ত্রিপুরা দলের শ্রীদাম পাল ৩৮ রানে চারটি, বিক্রম দেবনাথ বত্রিশ রানে তিনটি এবং দ্বিতীয় ইনিংসে স্বপ্নীল সিং ৪৯ রানের বিনিময়ে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল।

এদিকে ত্রিপুরা দলের ইনিংসে অধিনায়ক বিক্রম কুমার দাসের ৫১ রানের পর উইকেট রক্ষক সেন্টু সরকারও ৫১ রান সংগ্রহ করেছিল। এছাড়া, ঋতুরাজ ঘোষ রায় এর ৪২ রান ও বিক্রম দেবনাথ এর ৩৭ রান উল্লেখ করার মতো। কর্ণাটকের বোলার শশী কুমার কাম্বলে ও বিদ্যাধর পাতিল দুজনে তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। উল্লেখ্য গ্রুপ থেকে মধ্যপ্রদেশ ক্রিকেট এসোসিয়েশন তৃতীয় রাউন্ডে ছত্তিশগড় দলের বিরুদ্ধে ১১০ রানের ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে সর্বাধিক পয়েন্টের ভিত্তিতে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে।

আবার নতুন কীর্তি ডুপ্লান্টিসের, টানা তিন বার বিশ্ব জয় সুইডেনের পোলভল্টারের

বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রত্যাশা মতোই পুরুষদের পোলভল্টে সোনা জিতলেন আর্মান্ড ডুপ্লান্টিস। টোকিয়োয় ৬.৩০ মিটার উচ্চতা অতিক্রম করলেন সুইডেনের অ্যাথলিট। শুধু তাই নয়। এই নিয়ে ১৪ বার নিজের বিশ্বরেকর্ড নিজেই ভাঙলেন।গত অগস্টে ৬.২৯ মিটার লাফিয়ে নিজের ১৩তম বিশ্বরেকর্ড গড়েছিলেন ডুপ্লান্টিস। ৩৩ দিনের মাথায় সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন নিজেই। সোমবার ৬.৩০ মিটার লাফিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের খেতাব নিজের দখলেই রাখলেন ২৫ বছরের অ্যাথলিট। এই নিয়ে টানা তিন বার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হলেন তিনি। গত প্যারিস অলিম্পিক্সে ৬.২৫ মিটার লাফিয়ে সোনা জিতেছিলেন ডুপ্লান্টিস। তার পর থেকে পাঁচ বার বিশ্বরেকর্ড গড়ে ফেললেন।

আগামীকাল মহালয়ার প্রভাতে এগিয়ে চল সংঘের হাফ ম্যারাথন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কাউন্ট ডাউন শুরু। রাত পোহালেই মহালয়ার পূণ্য প্রভাত। ব্যাপক আয়োজন মেগা ম্যারাথনের। দূরত্বের হিসাবে হাফ ম্যারাথন হলেও উৎসাহ উদ্দীপনায় রাজ্যের দূরপাল্লার অ্যাথলেটদের এখন একটাই লক্ষ্য, সর্ববৃহৎ ক্রস কান্টি অর্থাৎ এগিয়ে চলো সংঘ আয়োজিত হাফ ম্যারাথনের উদ্দেশ্যে। প্রস্তুতি পর্ব চূড়ান্ত। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর, রবিবার মহালয়ার পুণ্য প্রভাতে জাতীয় মানের হাফ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগরতলায়। উদ্যোক্তা ঐতিহ্যবাহী এগিয়ে চলো সংঘ। ক্লাবের তরফ থেকে সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত জানিয়েছেন অন্যান্য বছরের মত এবারও হাফ ম্যারাথন ঘিরে প্রস্তুতি একেবারে চূড়ান্ত। রাজ্য এবং ভিন রাজ্যের যেসব এথলেটরা এই মেগা হাফ ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাঁরাও ইতোমধ্যে এগিয়ে চলো সংঘে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নিয়েছেন। ছেলেদের বিভাগে ২১ কিলোমিটার এবং মেয়েদের বিভাগে ১০ কিলোমিটার দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। দুই বিভাগের প্রথম ১০ জনকে দেওয়া হবে আর্থিক পুরস্কার সহ প্রশংসাপত্র। প্রথম পুরস্কার হিসেবে রয়েছে ১০ হাজার টাকা। দ্বিতীয় পুরস্কার ৯ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার আট হাজার টাকা। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিস অ্যাসোসিয়েশনের সার্বিক সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে এই হাফ ম্যারাথন প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি ত্রিপুরা পুলিশ এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অ্যাথলেটরাও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেরা যেমন অনুশীলনে ব্যস্ত, অপরদিকে দূরবর্তী স্থানের এথলেটরা যথারীতি আগরতলায় চলে আসছেন।

অনূর্ধ ১৫ বিভাগে রাজ্য দাবার আসর শুরু ৪ অক্টোবর

ত্রিপুরা দাবা অ্যাসোসিয়েশনের দারুন উদ্যোগ। মোটকথা, দাবাড়ুদের অনুরোধে সাড়া দিলেন রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা। বিভিন্ন স্কুলে ষান্মাসিক পরীক্ষা থাকায় দাবাড়ুরা রাজ্য অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা পিছিয়ে দেওয়ার জন্য রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তাদের কাছে অনুরোধ করেছিল। তা নিয়েই রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্য দাবা সংস্থার অফিস বাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক। ওই বৈঠকে সর্বসম্মতিভাবে সিদ্ধান্ত হয় পিছিয়ে দেওয়া হবে রাজ্য অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা দাবাড়ুদের স্বার্থে। সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হয় দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১৫ দাবা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে ৪ অক্টোবর। খেলা হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। ২০১০ সালের ১ জানুয়ারির পর জন্ম দাবাড়ুরা অংশ নিতে পারবে রাজ্য আসরে। মোট ৬ রাউন্ডে হবে খেলা। আসরের অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ৩ অক্টোবরের মধ্যে ৬০০ টাকা এন্টি ফি দিয়ে রাজ্য দেওয়া সংস্থায় নাম নথিভুক্ত করতে বলা হয়েছে। এ খবর জানান রাজ্য দাবা সংস্থার সচিব মিঠু দেবনাথ।

জাতীয় একোয়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপ ভূপালে ত্রিপুরা দলের সিলেকশন ট্রায়াল আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ট্রাইথলন সংস্থার উদ্যোগে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর রবিবার এক সিলেকশন ট্রায়ালের আয়োজন করা হচ্ছে। ওইদিন বেলা দুইটায় এই নির্বাচনী শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ট্রাইথলন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার অ্যাকোয়াথলন ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে ত্রিপুরা দলের অংশগ্রহণের জন্য দল গঠনের লক্ষ্যে এই শিবির অনুষ্ঠিত হবে। এবারকার জাতীয় অ্যাকোয়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপ মধ্যপ্রদেশের ভূপালে ১০ থেকে ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন শিবিরে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক সকল খেলোয়াড়দের, সাত জুনিয়র গ্রুপ, যাদের বয়স ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে, এবং জুনিয়র গ্রুপ, যাদের বয়স ১৬ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে, বয়সের প্রমাণপত্র সহ আগরতলায় এমবিবি কলেজ মাঠে ওইদিন বেলা দেড়টার মধ্যে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হচ্ছে। ত্রিপুরা ট্রাইথলন অ্যাসোসিয়েশনের সচিব অমিয় কুমার দাস এক বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছে।

১১ বছর পর ফুটবলে এক নম্বর দল স্পেন, তার পরেই বিশ্বকাপ থেকে নাম তোলার হুমকি!

বিশ্ব ফুটবলের র‍্যাঙ্কিং বদলে গেল বৃহস্পতিবার। দীর্ঘ ১১ বছর পর আবার বিশ্বের এক নম্বর দেশ হিসাবে উঠে এল স্পেন। তারা সরিয়ে দিল বিশ্বকাপজয়ী আর্জেন্টিনাকে। ২০২৩-এর এপ্রিলের পর নেমে গেল তারা। নেমে গিয়েছে ব্রাজিল এবং ভারতও।সম্প্রতি বুলগেরিয়া এবং তুরস্কের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জিতেছে স্পেন। গত বছর ইউরো কাপও জিতেছে তারা। ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলার ফল পেল স্পেন। ফ্রান্স দ্বিতীয় স্থানেই থাকল। লিয়োনেল মেসির দেশ নেমে গিয়েছে তিনে। চতুর্থ স্থান ধরে রেখেছে ইংল্যান্ড।প্রথম দশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বদল হল পর্তুগালের উঠে আসা। তারা পাঁচে উঠে এসেছে। এক ধাপ নীচে, ছয়ে নেমে গিয়েছে ব্রাজিল। সম্প্রতি বলিভিয়ার কাছে হেরে যাওয়ায় তাদের র‍্যাঙ্কিং ধাক্কা খেয়েছে। এ ছাড়া, প্রথম দশে ফিরেছে ক্রোয়েশিয়া এবং ইটালি। তারা রয়েছে যথাক্রমে নয়ে এবং দশে। জার্মান তিন ধাপ পিছিয়ে চলে গিয়েছে ১২-য়।সম্প্রতি কাফা নেশনস কাপে ভারতীয় দল হারিয়েছে তাজিকিস্তান এবং ওমানকে।

তা সত্ত্বেও পিছিয়ে গিয়েছে ভারত। এক ধাপ নেমে এখন ১৩৪ নম্বরে তারা। উপরে উঠে এসেছে কঙ্গো।এ দিকে, বৃহস্পতিবারই স্পেনের সরকার জানিয়েছে, ইজরায়েল যদি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করে তা হলে প্রতিযোগিতা থেকে নাম তুলে নেবে তারা। স্পেন এই মুহূর্তে যোগ্যতা অর্জন পর্বে দু'টি ম্যাচেই জিতে গ্রুপে সবার উপরে রয়েছে। ইজরায়েল রয়েছে নিজেদের গ্রুপে তৃতীয় স্থানে। সরাসরি না হলেও প্লে-অফের মাধ্যমে বিশ্বকাপে যেতেই পারে তারা।স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজ জানিয়েছেন, গাজার মানুষের প্রতি যে আচরণ করছে ইজরায়েল, তাতে বিশ্বকাপের মতো প্রতিযোগিতা তাদের অংশ নিতে দেওয়াই উচিত নয়। চলতি সপ্তাহেই তিনি জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনকে আক্রমণ করার জন্য রাশিয়া সঙ্গে যে কাজ করা হয়েছে সেই একই কাজ করা উচিত ইজরায়েলের সঙ্গেও। সব ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

বয়কট নাটকের জেরে বড়সড় শাস্তির মুখে পড়তে পারে পাকিস্তান! আইসিসির পত্রবোমা পিসিবিকে

এশিয়া কাপ বয়কটের হুমকি দিলেও তা থেকে শেষ পর্যন্ত চাপে পড়ে পিছু হঠতে হয়েছে পাকিস্তানকে। যা নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হাস্যস্পদ হয়েছে পাক বোর্ড। এবার তাদের বিড়ম্বনা আরও বাড়ছে। এমনকী কড়া শাস্তির মুখেও পড়তে পারে টিম পাকিস্তান!

ঠিক কী হয়েছে? বৃহস্পতিবার আইসিসি সিইও সংযোগ গুপ্তা একাধিক অভিযোগ তুলে কড়া ইমেল করেছেন পাকিস্তান বোর্ডকে। পাকিস্তান যে আমিরশাহী ম্যাচে একাধিক বার 'প্লেয়িং কন্ডিশন'-এর আইন ভেঙেছে, তার উল্লেখ করা হয়েছে ওই ইমেলে। তিনটে বিষয় লেখা হয়েছে সেই ইমেলে: ১) সংযুক্ত আরব আমিরশাহি বনাম পাকিস্তান ম্যাচকে বিলম্বিত করা। ২) ম্যাচ রেফারির ভিডিও প্রকাশ করে দেওয়া এবং সরকারি বিবৃতিতে মিথ্যাচার করা। ৩) প্লেয়ার্স অ্যান্ড ম্যাচ অফিশিয়াল এরিনায় (পিএমওএ) অন্যায্য ভাবে প্রবেশ ঘটানো। ভারত-যুদ্ধের ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে অপসারণের দাবি তুলে পাকিস্তান কী নাটক করছিল, এতদিনে সবার জানা হয়ে গিয়েছে। পাইক্রফটকে না সরানো হলে তারা আমরশাহী ম্যাচ খেলবে না, এহেন হুমকিও দিয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু পরে চাপে পড়ে ম্যাচ খেলতে বাধ্য হয় তারা। আমিরশাহী ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের এক ঘণ্টা পরে। জানা গেল, আমিরশাহী ম্যাচের দিন দফায় দফায় বৈঠকের পর ঠিক হয় যে, পাইক্রফটের সঙ্গে পাকিস্তান কোচ মাইক হেসন, অধিনায়ক সলমন আলি আগা এবং আইসিসি-র জেনারেল ম্যানেজার ওয়াসিম খান বসে মিটমাট করে নেবেন মাঠে পৌঁছে। কিন্তু সেই দলে পাকিস্তনের মিডিয়া ম্যানেজার নইম গিলানিও ঢুকে পড়েন। শোনা যাচ্ছে, তিনি বৈঠক চলাকালীন পাইক্রফটের ঘরে ঢুকতে যান। কারণ, তাঁকে পাক বোর্ড থেকে বলা হয়েছিল কথাবার্তা যা হচ্ছে, পুরোটা ফিল্ম করতে। কিন্তু আইন অনুযায়ী, ম্যাচ রেফারির ঘরে কোনও টিম ম্যানেজার ঢুকতে পারেন না। কথাবার্তা ফিল্ম করা দূরের কথা। কারণ সেটা 'পিএমওএ' এরিয়া। তাঁকে আইসিসির দুর্নীতিদমন শাখার আধিকারিকরা একাধিক বার জায়গা ছেড়ে চলে যেতে বলেন। কিন্তু গিলানি তা শোনেননি। উল্টে পাক বোর্ড থেকে ফের শাসানো হয় যে, যদি গিলানিকে ঘরে ঢুকে সমস্ত কিছু রেকর্ড করতে না দেওয়া হয়, তারা খেলা বয়কট করবে। এটাও বলা হচ্ছে, সেই বৈঠক শেষে পাক বোর্ড থেকে যে বিবৃতি পেশ করে বলা হয়েছে পাইক্রফট 'ক্ষমা' চেয়েছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। পাইক্রফট ক্ষমা চাননি। তিনি বলেছিলেন, টসের সময় যদি কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকে, তা হলে সেটা পিছনে ফেলে সামনের দিকে তাকাতে।

এরপরই পাক বোর্ডকে এ দিন আইসিসি-র কড়া ইমেল। যেখানে আইন ভাঙার বিবিধ উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। কেউ কেউ বললেন, পাক বোর্ড নাকি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে একটা ইমেল ড্রাফট করে রেখেছিল। যেখানে লেখা ছিল, সূর্যকুমার যাদব পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করেছেন (অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়া দেশের সেনাবাহনীকে জয় উৎসর্গ করেছিলেন সূর্য)। কিন্তু সেই ইমেলের আগেই আইসিসি-র পত্রবোমার মুখে পড়ে গেল পাক বোর্ড। পরিস্থিতি যা, এর ফলে তাদের উপর কড়া শাস্তির প্রকোপ নেমে আসতে পারে।

হাত মেলানো বিতর্কে এ বার সূর্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে চাইছে পাকিস্তান! রবিবারের ম্যাচের আগে নতুন নাটক

প্রতিদিন একের পর এক সমস্যা নিয়ে হাজির হচ্ছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। একের পর এক অভিযোগ করেই চলেছে তারা। গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের পর ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল পাক বোর্ড। এ বার সুপার ফোরের ম্যাচের আগে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারে তারা।

পাকিস্তানকে হারানোর পর পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক সূর্য। 'অপারেশন সিঁদুর'-এর জন্য ভারতের সেনাবাহিনীর প্রশংসা করেছিলেন তিনি। 'এনডিটিভি' জানিয়েছে, সূর্যের এই মন্তব্য ভাল ভাবে নেয়নি পাকিস্তান। তাই তারা সরকারি ভাবে আইসিসি-র কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান রামিজ রাজা সূর্যের মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, "খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সূর্য যা বলেছে তাতে আমার বড় আপত্তি রয়েছে। পুরোটাই রাজনৈতিক কথা বলা হয়েছে। খেলার মাঠে এটা মেনে নেওয়া যায় না।" পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক সূত্র 'এনডিটিভি'-কে জানিয়েছে, সূর্যের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করলে নিজের দেশেই সমালোচনার মুখে পড়তে পারে পাক বোর্ড। সেই জন্য এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা।

জানা গিয়েছে, আইসিসি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে জানিয়েছে, তারা কোনও অভিযোগ করতে চাইলে রবিবারের মধ্যে তা করতে হবে। ঘটনাচক্রে রবিবারই সুপার ফোরের ম্যাচে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি। সেই ম্যাচে নামার আগে ভারতের উপর চাপ আরও বাড়াতে চাইছে পাকিস্তান। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে তারা।

এর আগে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল পাকিস্তান। পাইক্রফকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি করেছিল তারা। নইলে এশিয়া কাপে আমিরশাহি ম্যাচ না খেলারও হুমকি দিয়েছিল তারা। কিন্তু পাকিস্তানের সেই দাবি মানা হয়নি। আইসিসি-র বক্তব্য, তাদের কাজই হল ম্যাচ পরিচালকদের পাশে থাকা। পাকিস্তানের চাপে পাইক্রফকে সরিয়ে দেওয়া হলে আইসিসি-র স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতা নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।

রাজ্যের সর্বত্র পানীয়জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে মিশন মুডে কাজ করছে সরকার : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: রাজ্যের সব জায়গায় পানীয়জল সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মিশন মুডে কাজ করে চলছে বর্তমান সরকার। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৬,৪৬,৭৫৮ পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

আজ রাজ্য বিধানসভার অধিবেশনের প্রথম দিনের দ্বিতীয় বেলায় বিধায়ক রাম পদ জমাতিয়ার আনীত একটি প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১৫ আগস্ট, ২০১৯ এ জলজীবন মিশন শুরু করেন। এরপরই গোটা ভারতবর্ষে একটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্রিপুরাতেও আমরা এই প্রকল্প ঘোষণা হওয়ার পর থেকে পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর পাহাড়ী সমতল জনবসতি এলাকায় যাতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিয়মিত ও দীর্ঘমেয়াদী পানীয়জল সরবরাহ করা যায় সেজন্য মিশন মুডে কাজ করে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের চার ভাগের তিন ভাগ স্থল, আর এক ভাগ জল। কাজেই গোটা পৃথিবীতে জলের একটা অভাব রয়েছে। আজকে এই সভায় এবিষয়ে অনেক সদস্য গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। তাদের কথা ও পরামর্শ নিশ্চয় গুরুত্ব সহকারে নিয়ে দপ্তর ও সরকার থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডাঃ সাহা জানান, রাজ্যের পাহাড় ও সমতল সর্বত্র জনবসতি এলাকায় মোট পরিবারের সংখ্যা ৭,৫০,৮৪৯। এরমধ্যে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৬,৪৬,৭৫৮ পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। পাইপ লাইনের মাধ্যমে আগে প্রায় ৩ু পরিবারে পানীয়জলের সংযোগ ছিল। সেই প্রায় ৩ু থেকে পরবর্তী সময়ে আমাদের সরকার ৮৬.১৪ু পরিবারের মধ্যে পানীয়জলের সংযোগ দিয়েছে। পাহাড় ও সমতল জনবসতি এলাকায় বিশেষ করে এডিসি ৫৮৭ এবং ভিলেজ কাউন্সিলের ৬০৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানীয়জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, গভীর নলকূপ প্রকল্পে ৪,২১৬টি, স্বল্প ব্যাসের গভীর নলকূপ ১০,১৭৬টি, ভূপৃষ্ঠস্থ জল পরিশোধনাগার ৪০টি, আয়রন রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট ১,৮৩১টি, উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রায় ৫৩১টি রয়েছে। আমাদের রাজ্যের গ্রামীণ এলাকাগুলিতে জলের উৎস যেমন - ভূগর্ভস্থ জল, নদী ছড়া ইত্যাদি ক্ষেত্রকে ব্যবহার করে গভীর নলকূপ, স্বল্প ব্যাসের গভীর নলকূপ, জল পরিশোধনাগার ও উদ্ভাবনী প্রকল্পের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ সব বাড়িঘরে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে সরকার। পাহাড়ী অঞ্চলে ছড়া, ঝর্ণার জলকে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার মাধ্যমে পানীয়জল দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর জলজীবন মিশন প্রকল্পগুলির গুণমান পর্যবেক্ষন, নজরদারি ও সচেতনতার মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় মিশন মুডে কাজ করছে। জলজীবন মিশন প্রকল্প আগে ছিল ১.০ এবং সেখান থেকে এখন ২.০ হয়েছে। কেন্দ্রের বাজেটে ২০২৫ - ২৬ এ সেটা ঘোষিত হয়েছে।

ডাঃ সাহা জানান, আমাদের রাজ্যে সিএম হেল্পলাইন ১৯০৫ এবং আমার সরকার পোর্টাল রয়েছে। যেগুলিতে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য উত্থাপন করা যায় এবং সেখানে যথাসময়ে কাজের ব্যবস্থা করার বিষয়টিও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। এখন পর্যন্ত ২১টি এনএবিএল (ন্যাশনাল এক্রিডিটেশন বোর্ড ফর টেস্টিং এন্ড ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরিজ) রয়েছে ত্রিপুরায়। বিভিন্ন জেলা, মহকুমা ও রাজ্য স্তরে এই টেস্টিং ল্যাবগুলি রয়েছে। যেগুলিতে জলের গুণমান পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

ত্রিপুরার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১,৩৭৪ শিক্ষকের প্রয়োজন, বর্তমানে নিয়মিত ও অনিয়মিত মিলিয়ে কর্মরত ১,৬৫৪ জন, জানালেন উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: ত্রিপুরার সাধারণ, পেশাগত ও কারিগরি ডিগ্রি কলেজগুলোতে মোট ১,৩৭৪ জন সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপকের প্রয়োজন রয়েছে। তবে বর্তমানে এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, পিজিটি, অতিথি শিক্ষক ও আংশিক সময়ের শিক্ষক মিলিয়ে মোট শিক্ষকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,৬৫৪। শুক্রবার আগরতলায় ত্রয়োদশ বিধানসভার অষ্টম অধিবেশনের প্রথম দিনে সিপিআইএম বিধায়ক সুদীপ সরকারের উত্থাপিত প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য দেন উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। মন্ত্রী জানান, সাধারণ ডিগ্রি কলেজে (ইউজিসি স্বীকৃত) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (৬০:১) অনুযায়ী ১,২০৮ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্তমানে রয়েছেন ৪৬১ জন নিয়মিত অধ্যাপক, ১৬০ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক এবং ৬৫৪ জন অতিথি শিক্ষক। পেশাগত ডিগ্রি কলেজে (এনসিটিই স্বীকৃত) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (৩০:১) অনুযায়ী ৪৬ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্তমানে রয়েছেন ৫৩ জন নিয়মিত অধ্যাপক, ১৫ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক এবং ৩৯ জন অতিথি শিক্ষক। কারিগরি কলেজ ও পলিটেকনিক কলেজে(এআইসিটিই স্বীকৃত) ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত (২৫:১) অনুযায়ী ১২০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন। বর্তমানে রয়েছেন ১৪৩ জন নিয়মিত অধ্যাপক, ১ জন স্নাতকোত্তর শিক্ষক, ৮৫ জন লেকচারার এবং ৩৯ জন অতিথি শিক্ষক।

মন্ত্রী শ্রী বর্মনের বিস্তারিত জবাবের পর একাধিক সম্পূরক প্রশ্ন তোলেন সিপিআইএম বিধায়ক সুদীপ সরকার, বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী, কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়। বাম বিধায়ক সুদীপ সরকার দাবি করেন, যারা নেট, স্লেট ও পিএইচডি উত্তীর্ণ অথচ ধীরে ধীরে বয়সোত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, সেই অতিথি শিক্ষকদের দ্রুত নিয়োগ করা হোক। এবিষয়ে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, নেট, স্লেট ও পিএইচডি উত্তীর্ণ প্রার্থীদের বঞ্চিত করে কেবলমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, যা সম্পূর্ণ ইউজিসি-র নিয়মবিরুদ্ধ। তাঁর প্রশ্ন, ইউজিসি-তে যেখানে নেট, স্লেট ও পিএইচডি প্রার্থীদের জন্য কোনো উর্ধবয়সসীমা নেই, সেখানে কেন তাঁদের শূন্যপদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না?

কৈলাসহর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গুরুতর যুবক

কৈলাসহর, ১৯ সেপ্টেম্বর: কৈলাসহরে ব. ব. ভারত—বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মাগুরউলিতে শুক্রবার সকালে গুলিচালনার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে গুরুতর আহত হয়েছেন মাগুরউলি ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা নুরুল ইসলাম (২৮)। আহতের পরিবারের দাবি, শুক্রবার সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ বিএসএফ হঠাৎ করেই তাদের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে বিনা কারণে গুলি চালায়। গুলি নুরুল ইসলামের গলায় গিয়ে লাগে। দ্রুত স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে এলে প্রথমে কর্তব্যরত চিকিৎসক ময়ূরী পাল এবং পরবর্তীতে ইএনটি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অরুপ চক্রবর্তী তার চিকিৎসা শুরু করেন ডা. অরুপ চক্রবর্তী বলেন, আজ সকাল আটটা নাগাদ নুরুল ইসলাম নামে এক আহত যুবককে আনা হয়। গলায় গুলি লাগার কারণে প্রাথমিক চিকিৎসার পর অবিলম্বে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে তবে আহতের পরিবারের অভিযোগ, হাসপাতালে রেফার করার পরও সরকারী অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছতে যথেষ্ট সময় লাগে। এর ফলে নুরুল ইসলামের শারীরিক অবস্থা আরও আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, বিএসএফ এক বিশেষ সূত্রের দাবি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি বিশেষ সূত্রের খবর অনুযায়ী, নুরুল ইসলাম ওরফে রাজু দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় চোরাচালানের সাথে যুক্ত ছিল। ঘটনার দিন সকালেও মোবাইলে ভিডিও ধারণ করে এক বিএসএফ জওয়ানকে বারবার চ্যালেঞ্জ জানায় এবং বাধা দেওয়া সত্ত্বেও অশালীন আচরণ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই শেষপর্যন্ত গুলি চালাতে বাধ্য হয় বিএসএফ।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

শারদীয় উপলক্ষ্যে কালিকা জুয়েলার্স শারদীয় মিলনমেলার আয়োজন করেছে

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসবের আনন্দময় মুহূর্তকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের ন্যায় এই বছর ও কালিকা জুয়েলার্স শারদীয় মিলনমেলার বিশেষ আয়োজন করেছে। এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন জুয়েলার্সের দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

দুর্গাপূজা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি বাঙালির আবেগ, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি। শারদীয় দুর্গোৎসব মানেই নতুন পোশাক, অলঙ্কার, সাজসজ্জা, ধুনুচি নাচ এবং ঢাকের শব্দ। সেই আনন্দকে আরও উজ্জ্বল করে তুলতে কালিকা জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ব্যাপক আকর্ষণীয় গহনার সমাহার। এই সময়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আনা হয়েছে বিভিন্ন ডিজাইনের গয়না, যেখানে রয়েছে আধুনিক ও ঐতিহ্যবাহী নকশার সমাহার। আমরা সবাই জানি, বর্তমানে সোনার দাম অনেকটাই উর্ধমুখী। তবে ক্রেতাদের সুবিধার কথা ভেবেই কালিকা জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে আকর্ষনীয় হালকা ওজনের গহনার কালেকশন। তবে তার পাশাপাশি মাঝারি ওজন এবং ভারী ওজনের কালেকশন ও রয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়, শোরুমে আগামী ২১ শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৮ শে সেপ্টেম্বর ৮ দিন ব্যাপী আমাদের শারদীয় মিলনমেলা চলবে। এই উৎসবে মজুরিতে থাকছে ২০ু ছাড় এবং প্রতিটি কেনাকাটায় গ্রাহকদের জন্য থাকছে নিশ্চিত উপহার। তাছাড়া প্রতিদিন আমরা ৫ জন ক্রেতাকে বেছে নেব, যারা প্রত্যেকে পাবেন ১টি করে গৃহস্থালির সরঞ্জাম। পরিশেষে মিলনমেলা ও ধনতেরস উপলক্ষে বিশেষ মেগা ড্র-এর মাধ্যমে আমরা ৩ জন সোনার মেয়েকে বেছে নেব, যারা প্রত্যেকে পাবেন ১টি করে স্কুটি।

বিশালগড়ে অচল সিসি ক্যামেরা, ক্ষুব্ধ শহরবাসী

আগরতলা, ১৯ সেপ্টেম্বর: লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরজুড়ে লাগানো সিসি ক্যামেরাগুলি বর্তমানে অচল হয়ে পড়ায় চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিশালগড়বাসী। প্রশ্ন উঠছে, কার স্বার্থে বা কী উদ্দেশ্যে এসব অত্যাধুনিক ক্যামেরা বন্ধ করে দেওয়া হলো?

স্থানীয়দের অভিযোগ, দিন দিন বাড়ছে চুরি, ছিনতাই, মারপিট ও যানবাহন দুর্ঘটনার ঘটনা। অথচ শহরের সর্বত্র স্থাপিত সিসি ক্যামেরাগুলি সচল থাকলে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ভিডিও ফুটেজ সহজেই পাওয়া যেত। তাহলে কেনই বা এই ব্যয়বহুল প্রকল্প হঠাৎ অচল হয়ে গেল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

শহরবাসীর আশঙ্কা, সিসি ক্যামেরা চালু থাকলে অপরাধীদের সনাক্ত করা খুব সহজ হত। কিন্তু সেগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন তদন্ত বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অন্যদিকে দুষ্কৃতীরা আইনের ফাঁক গলিয়ে পার পেয়ে যাচ্ছে। বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাসও স্বীকার করেছেন, "শহরে সিসি ক্যামেরাগুলি অচল থাকায় প্রশাসনিকভাবে কাজ করতে গিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে।" অবিলম্বে এই ক্যামেরাগুলি সারিয়ে তোলার দাবি জানানো হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas